বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চচত্বারিংশবার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর অন্যতম বান্ধব-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৮
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮২৫	...	৯১৫
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৬	...	১২
		৮৭২		৯৫৮

(ক) আলোচ্য বর্ষে স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ

শীল এবং পুরাতন বিশিষ্ট-সদস্য রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু এবং রায় জলধর সেন বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৫। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৭। স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং ৮। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ১০১ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯১৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৬ জন সাহায্যক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বর্ষশেষে এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৩ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে। এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা এখন ১২ জন।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, ৩। রায় জলধর সেন বাহাদুর।

আজীবন-সদস্য—রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

সাধারণ-সদস্য—১। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, ২। আশুতোষ ঘোষ, ৩। গিরিশচন্দ্র বসু, ৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। ধর্ম্মানিল আচার্য্য চৌধুরী, ৬। ননীগোপাল মজুমদার, ৭। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ৯। বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ১০। শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, ১১। অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের অধিকাংশেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র বসু যথাক্রমে 'জ্যোতিষ-দর্পণ' এবং 'উদ্ভিদ্‌জ্ঞান' নামক পরিষদ্‌গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পরিষদের ও রমেশ-ভবনের কোষাধ্যক্ষরূপে এবং নানা ভাবে অর্থসাহায্য দ্বারা পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ননীগোপাল মজুমদার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া এবং অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রাদি দান করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি পরিষৎ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন পুথি দান করিয়া পরিষদের সম্পদ্ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

১। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, ২। দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৩। ললিতমোহন ঘোষাল, ৪। স্বামী শুদ্ধানন্দ, ৫। ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী, ৬। মধুসূদন জানা, ৭। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৮। রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, ৯। রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, ১০। শিবরতন মিত্র, ১১। শরৎচন্দ্র মিত্র।

ইঁহাদের মধ্যে ৪, ৬, ৮ এবং ৯ সংখ্যায় উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ পরিষৎ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৭ই শ্রাবণ, শনিবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর, ঝাড়গ্রামরাজ কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে পরিষদের 'বান্ধব' নির্ব্বাচন এবং (১) ৺স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এবং

(৩) স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়। এই অধিবেশনে (ক) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং (খ) শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ১৪ই ভাদ্র—(ক) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ' এবং (খ) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত 'পরমানন্দমত-সংগ্রহ' নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১৮ই অগ্রহায়ণ।—(ক) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা" এবং শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২২এ চৈত্র। প্রবন্ধ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত "চোরের পাঁচালি" পঠিত হয়।

(গ) **সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা**—(১) আলোচ্য বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা—১৪ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীসন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপরাহ্নে পরিষদ্ মন্দিরে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী আলোচনা রায় গান করেন এবং শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, কবির রচনা আবৃত্তি করেন। মৌলবী রেজাউল করিম, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীপ্রিয়লাল দাস বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমান বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিরূপে এবং শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা ১৪ই আষাঢ় সম্পন্ন হয়। ঐ দিন প্রাতে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপরাহ্নে পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এবং শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় গান করেন। শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ ও শ্রীরাজকুমার মল্লিক আবৃত্তি করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—(১) ৺রায় জলধর সেন বাহাদুরের জন্য শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন, ৩০এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমলতা ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শোকপ্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) ৺রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের জন্য শোক-প্রকাশ—৩১এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীমন্মথমোহন বসু এবং শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীকুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ করেন ও কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়-লিখিত 'নগেন্দ্রস্তোত্র' পঠিত হয়। শোক-প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের জন্য শোক-প্রকাশ—২রা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীপান্নালাল দাস বক্তৃতা করেন। শ্রীপুষ্পরাণী দাস ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৺জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের প্রদত্ত ৺জ্ঞানেন্দ্রবাবুর চিত্র প্রদর্শিত ও শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) ৺ রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীগণপতি সরকার, ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন এবং শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়—২০এ শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মৌলবী রেজাউল করিম বক্তৃতা করেন। শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায় পরিষদ্ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত গান গাহিয়া, পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও চারণগণ কবির রচিত কয়েকটি গান গাহেন।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—(১) শ্রীসজনীকান্ত দাস ৪ঠা বৈশাখ "বাংলা ভাষার প্রথম যুগ" বিষয়ে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার অন্তর্গত দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর ২৭এ ভাদ্র "বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। (৩) ১৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রামনারায়ণ তর্করত্ন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৪) ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার "বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া মনঃসমীক্ষণের আলোচনা" নামক প্রবন্ধ বর্ত্তমান বর্ষের ৫ই জ্যৈষ্ঠ পাঠ করেন।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী 'তরল ও কঠিন বায়ু' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এই ধারাবাহিক বক্তৃতার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ৫ই মাঘ (১৯এ জানুয়ারি) বুধবার, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী "তরল ও কঠিন বায়ু" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(২) ১৭ই মাঘ (৩১এ জানুয়ারি) মঙ্গলবার—অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ "প্রাচীন ও আধুনিক রসায়ন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৩) ২৮এ মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারি) শনিবার—ডক্টর শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ "আকাশের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৪) ৭ই ফাল্গুন (১৯এ ফেব্রুয়ারি) রবিবার—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অক্ষমিটার' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৫) ১৯এ ফাল্গুন (৩রা মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীবসন্তকুমার বাগচী "মনুষ্য-মস্তিষ্কে তড়িৎস্পন্দন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৬) ৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার "ব্যোমরশ্মি" (Cosmic Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৭) ১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) শনিবার—ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রঞ্জন-রশ্মি" (X Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৮) ১৬ই বৈশাখ (১৩৪৬), ৩০ এপ্রিল, রবিবার—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "মৃগনাভি ও তজ্জাতীয় গন্ধদ্রব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৯) ২৯এ বৈশাখ (১৩ই মে) শনিবার—শ্রীরাধাভূষণ বসু "সুড়ঙ্গ রেলপথ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১০) ২২এ আষাঢ় (৭ই জুলাই) শুক্রবার—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন "দৃষ্টিশক্তি সংরক্ষণ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১১) ৫ই শ্রাবণ (২১এ জুলাই) শুক্রবার—ডক্টর জে. পি. গ্রেগরি "মাংসাশী উদ্ভিদ্" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,—

১। **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**—৪ঠা বৈশাখ, বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। সভাপতি মহাশয়, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা বক্তৃতা করেন এবং শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী আবৃত্তি করেন।

২। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—(ক) ১০ই আষাঢ় সেনেট হলে বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্যামবাজার নিউ ক্লাবের সভাগণ ব্লু রিবন অর্কেষ্ট্রা পার্টির সহযোগে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গাহিলে পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধনে তাঁহার লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, পি. ই. এন-এর পক্ষে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রীঅমরনাথ ঝা, ঝাঁসির শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত, কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, কর্ণাটক বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘ, বাণহট্ট ভারতীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, স্যর হাসান সারওয়ার্দ্দি, মিঃ ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, কলিকাতার মেয়র, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ও প্রতিষ্ঠানের বাণী ও পত্র পঠিত হইলে শ্রীসরলা দেবী, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজা শ্রীক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, রেজাউল করিম, শ্রীগুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীযদুনাথ সরকার 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ইস্‌লামীয় সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এই প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়—Bankim Chandra, the Prophet of Bengal— মিঃ কে. এন. কেলকার, Bankim Chandra's Influence on Tamil Literature—দেওয়ান বাহাদুর কে. এস্. রামস্বামী শাস্ত্রী, Bankim Chandra in Kerala—টি. কে. কৃষ্ণ মেনন।

পরদিন প্রাতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে উক্ত 'বন্দে মাতরম্' গায়ক-সম্প্রদায়ের সহিত বহু সদস্য ও সাহিত্যসেবী কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে গমন করেন। তথায় একটি সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর রমেশ-ভবনে বঙ্কিম-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক, ব্যবহৃত দ্রব্য, লেখা পত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি প্রদর্শনের পর সান্ধ্য সম্মিলন হয়। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীচামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের

রচনা হইতে আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে 'বারবেলা সমিতি'র সভ্যগণ 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' অভিনয় করেন। এই দিন জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীশান্তি বসু, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গান করেন এবং শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী আবৃত্তি করেন।

৩। **ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন**—১০ই অগ্রহায়ণ। ঐ দিন প্রাতে ৩৪, রামকমল সেন লেনে কেশবচন্দ্রের জন্মস্থানে পরিষদের সভাপতি প্রভৃতি সদস্যগণ ও বহু সাহিত্যসেবী সমবেত হন এবং যে স্থানে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিদর্শন করেন। তৎপরে তথায় সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে এক অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয়, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এবং শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন এবং কেশবচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়। মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, ডাক্তার বি. সি. ঘোষ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু কেশবচন্দ্রের 'স্বর্গ' আবৃত্তি করেন এবং শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কমল-কুটীরে"র কর্তৃপক্ষগণ, শ্রীসত্যানন্দ রায়, মিসেস মহলানবীশ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন, বি. কে. সেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, শ্রীসরলা দেবী, এস. সি. দাস প্রভৃতি প্রদর্শনীর দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উৎসব ও সংবর্দ্ধনা

১। প্রতিষ্ঠা উৎসব—আলোচ্য বর্ষের ৮ই শ্রাবণ পরিষদের ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব, সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন মূর্ত্তি, পুথি, পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও চিত্র উপহার পাওয়া যায়। উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'আনন্দবাজার' হইতে আবৃত্তি করেন। কুমারী অমিতা সেন ও শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি গান করেন। এই উপলক্ষে জলযোগের আয়োজন করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই শ্রাবণ সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় "তুফান" নামক স্বরচিত গ্রন্থ হইতে 'ডাকঘরের আত্মকাহিনী' আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুরের নেতৃত্বে বাণীপীঠের ছাত্রীগণের গান, শ্রীপান্নালাল দে ও কুমারী রমা ঘোষের গান, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীসারদা গুপ্তের হাসির গান এবং শ্রীঅরুণকুমার সিংহের কীর্ত্তনের পর জলযোগের দ্বারা নিমন্ত্রিতগণকে সংবর্দ্ধনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের

কাঁঠালপাড়ার বাড়ী সংস্কারের জন্য সভাপতি মহাশয় আবেদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীগুরুসদয় দত্ত, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীগণপতি সরকার ও শ্রীলালবিহারী দত্ত প্রত্যেকে ১০০৲ হিসাবে এই উদ্দেশ্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং দুইজন বন্ধু নগদ ৭৲ দান করেন। ঐ উৎসব উপলক্ষে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, পুস্তক, পুথি, সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি ও পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয় এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

২। ৩১এ ভাদ্র শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের অন্যতম বান্ধব ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সান্ধ্য সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে কুমার বাহাদুরকে পরিষদের গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ-লিখিত "আশীর্ব্বচন" ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত অভিনন্দন পঠিত হইলে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীসমরেশ চৌধুরীর গানের পর জলযোগান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা

বিগত বর্ষে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলেও উহার প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বর্ষের ২৫এ ফাল্গুন মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভবন-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। মিসেস জ্ঞানাঙ্কুর দে, মিস্ দে, শ্রীযুক্তা সাধনা বসু ও শ্রীমধু বসু স্তোত্র গান করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী পঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস রমেশভবন কমিটির কার্য্যবিবরণ ও ভবন নির্ম্মাণে সাহায্যকারিগণের নাম পাঠ করেন। এই ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য লেডী প্রতিমা মিত্রের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টার কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন। গবর্মেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তিতে কণ্ট্রাক্টরের দেনা শোধ হইলেও ইহার নানাবিধ আসবাব প্রভৃতির জন্য আরও চারি হাজার টাকার অভাবের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিলে সভাপতি মহাশয় স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের মূর্ত্তি ও রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীঅরুণা সেনের স্বহস্তে অঙ্কিত ও তাঁহার প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের তৈলচিত্র উন্মোচনপূর্ব্বক রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবনের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক বরোদার মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

(১) সারদাচরণ মিত্র, (২) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (৩) রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও (৪) ভূমিদাতা মহারাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে

রমেশ-ভবনের এই চারি জন ন্যাস-রক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় রমেশ-ভবন কমিটির অধিবেশনে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠা-সভার অনুমোদনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী ন্যাসরক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহারা এক্ষণে রমেশ-ভবনের ন্যাসরক্ষক রহিলেন,—

(১) মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, (২) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, (৪) মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং (৫) মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক ও ব্যবহৃত দ্রব্য, দীনবন্ধু মিত্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি মনস্বিগণের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি প্রভৃতি। রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের জন্য চিত্র-শালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্যে কতকগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। উপযুক্ত আধারের অভাবে সকল জিনিষ রীতিমত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বঙ্গীয় রাজসরকারকে এই বিষয় জানাইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিশ্বভারতীর চিত্র ও শিল্পসম্পদ্ রমেশ-ভবনের হলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে গত ১৬ই মাঘ রমেশ-ভবন ও উক্ত প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। চিত্রশালার জন্য একজন ফরাশ আলোচ্য বর্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং চাকরদের আহারাদির জন্য একটি সাময়িক টিনের চালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ স্থানে একতলা ঘর ও তদুপরি বিক্রেয় গ্রন্থাবলী রাখিবার জন্য গুদাম প্রস্তুত করা সত্বর আবশ্যক। অন্যভাবে বহু মূল্যবান্ পুস্তক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে The Calcutta Electrical Mfg. Co., Ltd. তাঁহাদের ৩ খানি Orient fan রমেশ-ভবনে তিন মাসের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। পরিষৎ ইহার জন্য উক্ত কোম্পানীর নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। আলোচ্য ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শত বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য পরিষৎ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল,—

(১) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্ম পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের প্রেরিত অনুরোধপত্রের ফলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যূন পক্ষে দুই সহস্রাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ জন্মদিন স্মরণে বর্ত্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ় উৎসবানুষ্ঠান হয়। পরিষৎ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব করিবার সঙ্কল্প পূর্ব্ববৎসরেই গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে ঐ দিবসত্রয় সমারোহে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি কিছুকাল সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ¾ অংশের মালিক কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। বিগত বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অংশ পরিষৎকে দান করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের সকল স্বত্ব পরিষৎকে দান করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দানপত্রও আলোচ্য বর্ষে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। এই জীর্ণ বৈঠকখানাটির সংস্কার সাধনে আনুমানিক ২৫০০৲ ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০৲ সংগৃহীত হইয়াছে এবং বৈঠকখানার সীমানার প্রাচীর নির্ম্মাণের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। নৈহাটীর শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর সংস্কার কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাচীর নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় (১২০৲) নিজে বহন করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকে ১০০৲, কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১০১৲, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীএন. সি. চ্যাটার্জি প্রত্যেকে ২৫৲ এবং শ্রীবলাইলাল শেঠ ২০৲, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু ৫৲, শ্রীধন্যকুমার জৈন ৫৲, শ্রীকিরণচন্দ্র বসু ২॥০ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র ২৲ দান করিয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালার এই পুণ্যতীর্থ সংস্কার করিবার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা পরিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের সঙ্কলিত জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সংস্করণে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী প্রবন্ধাদি এবং চিঠিপত্র মুদ্রিত হইতেছে। গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস। ইতিমধ্যেই আটখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য দুইখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও ৩।৪ খানি মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত খণ্ডগুলির বিবরণ 'গ্রন্থপ্রকাশ' শিরোনামে দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থস্বত্বের ¼ অংশ শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খরিদ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশকার্য্যে আনুষঙ্গিক কপিরাইট্ এক্ট অনুযায়ী বিজ্ঞাপনাদি এবং

গ্রন্থের প্রচারকল্পে কয়েক বার বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ পরিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম-সাহিত্য পঠন-পাঠনের ও উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইনি পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় জলধর সেন বাহাদুর, ইনি পরলোকগমন করায় রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৩। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৬। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ৮। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৯। রেভারেণ্ড এ. দৌতেন, ১০। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১১। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৩। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৬। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, ১৭। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৯। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, ২০। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১১টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা পাঁচ বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) ভুবনমোহিনী পদক সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, (খ) কমলা-লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীমন্মথমোহন বসু, (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এবং (ঘ) জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্রীত্রিদিবনাথ রায় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, (২) শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, (৩) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, (৪) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

৩। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) জ্যোতিষ পরিষদে, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে, (ঘ) বালী সাধারণ পাঠাগারের বঙ্কিম উৎসবে, (ঙ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায়।

৪। দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ও গুলু ওস্তাগর লেনের মধ্যে অবস্থিত পার্ক-এর 'সাধক রামপ্রসাদ সেন পার্ক' নামকরণ করিতে কলিকাতা করপোরেশনে প্রস্তাব করা হয়।

৫। (ক) বালী সাধারণ পাঠাগারে ও চন্দননগর পাঠাগারে বঙ্কিম উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (খ) কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, (গ) রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) হেতমপুরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুস্তকালয়, ও পুথিশালা হইতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শনশাখা, (ঘ) বিজ্ঞানশাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিয়মাবলী সংস্কার সমিতি, (ঞ) কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (ট) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার সমিতি, (ঠ) কাঁঠালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কার সমিতি, (ড) দেনা মিটাইবার জন্য সমিতি, (ঢ) রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ণ) কার্য্যালয়ের ছুটী নির্দ্ধারণ সমিতি, (ত) কালীপ্রসন্ন সিংহ শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (থ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি এবং (দ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৭। ইংরেজি ১৯৪০ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ঐ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী প্রকাশিত হইবে।

৮। ই. আই. রেলওয়ের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের 'সপ্তগ্রাম' নামকরণের প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে অফিসে করা হইয়াছে।

৯। ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের প্রস্তাবিত Indian Academy of Arts and Letters স্থাপন বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জানান হইয়াছে।

১০। বিশ্বভারতীর সহিত পরিষদের সংযোগ স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১১। রমেশ-ভবনে বিশ্বভারতীর কলাভবনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১২। ৺সরযূ ফরাসের মাসিক ৫৲ পেন্সন ও তৎপরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে এককালীন ২০৲ সাহায্য করা হইয়াছিল।

১৩। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়ার প্রস্তাবিত দানের (৩০০০৲ টাকার) সর্ত্তাদি আলোচিত হইতেছে।

১৪। বুদ্ধদেবের জন্মদিনে সাধারণ ছুটির প্রবর্ত্তন করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ঐ আলোচনা—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, ৪। ঐ প্রত্যুত্তর—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৫। গোপাল ভট—ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, ৬। বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৭। মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৮। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। রামনারায়ণ তর্করত্ন—ঐ।

(খ) প্রাচীন পুথির বিবরণ—১। চোরের পাঁচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ২। পরমানন্দমতসংগ্রহ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৩। ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আধুনিক সাহিত্য—১। প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—ঐ, ৩। বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব—ঐ।

(ঘ) ইতিহাস—১। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১-৪)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫। বাংলা ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। "কলিকাতা" নামের উৎপত্তি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮। বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়—ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ৯। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ১০। ভেলসংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ১১। মুঘল ভারতের ইতিবৃত্ত—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ১২। মুসলমান যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ—ঐ।

বিজ্ঞান—১। ভারতের মানব ও মানবসমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ২। সটইকলা রাজ্যে তৈলনিষ্কাষণ যন্ত্র—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার কলেবর বৃদ্ধি, প্রবন্ধসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইহাতে প্রচুর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় সদস্য ও পাঠকগণের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইল,—

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পরিষদের ঋণ পরিশোধার্থে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ইহার স্বত্ব তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণটি বাঁধাইয়া প্রকাশ করা হইল। ২৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

২। পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি গত ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পরিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যে ইহা পূর্ণ। ২০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ।

(ক)	কপালকুণ্ডলা—	১০৮ পৃঃ
(খ)	মৃণালিনী—	১৫৩ পৃঃ
(গ)	দুর্গেশনন্দিনী—	১৭২ পৃঃ
(ঘ)	আনন্দমঠ—	১৭২ পৃঃ
(ঙ)	কমলাকান্ত—	১৪৬ পৃঃ

(চ)	সাম্য—	৫০ পৃঃ
(ছ)	বিজ্ঞানরহস্য	৬১ পৃঃ
(জ)	বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ)	৪১৬ পৃঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস বিপুল পরিশ্রম সহকারে এই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিতেছেন। ঝাড়গ্রাম-রাজের দানের উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ এই বিপুল ব্যয়সাধ্য গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দান ব্যতীত কয়েক জন সদাশয় বন্ধুও ৫০৲ হিসাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল দাতৃগণকে গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ উপহার দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থের জন্য কয়েক জন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সঙ্কল্পিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে ১। ন্যায়দর্শন (২য় সংস্করণ) প্রথম ভাগের মুদ্রণ শেষ হইয়া আসিল—৪৩২ পৃষ্ঠা ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা মুদ্রিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

২। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ মুদ্রণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এ পর্যন্ত ৪৮ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৩। রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কাজ এ বৎসর কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

৪। বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। এই গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় সর্ব্বসমেত ৭২ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি এবং সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল (অসম্পূর্ণ) ৩ খানি এবং জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল (অসম্পূর্ণ) একখানি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত পুথির মধ্যে কাশীনাথ-কৃত শিববিলাস কাব্য, পূর্ণানন্দ-কৃত ষট্‌চক্রবিবরণের কয়েকখানি নূতন টীকা ও রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বের ১৫৪৪ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের হিতৈষী যে সকল ভদ্রমহোদয়ের প্রদত্ত পুথির মোড়ক হইতে উপরিলিখিত পুথিগুলি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও বাছাই-করা পুথির সংখ্যা এইরূপ,—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (৪২ খানি), শ্রীশ্রীনিবাস দেবশর্ম্মা (১৭ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (৫ খানি), শ্রীবনমালী ঘোষ (৪ খানি), শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় (২ খানি), শ্রীকৃপাশরণ

হালদার (২ খানি)। এই পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—	৩১৯৮
সংস্কৃত "	—	২২৩০
তিব্বতী "	—	২৪৪
ফার্সী "	—	১৩
অসমিয়া "	—	৩
ওড়িয়া "	—	৪
হিন্দী "	—	২

মোট ৫৬৯৪খানি

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আলোচ্য বর্ষে পরিষৎপুথিশালায় পুথি কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

(ধার)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২খানি এবং ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে ১খানি ধার দেওয়া হইয়াছে।

(প্রদর্শনী)—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে কয়েকখানি পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল। জার্মানী হইতে প্রকাশিত 'মহানাটক' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র সংস্করণে পরিষদের ব্যবহৃত পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে।

(আলোচনা)—হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে পুথিশালায় বসিয়া বহু পুথি আলোচনা করিয়াছেন।

(নকল)—শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত 'চৈতন্য ভাগবতে'র (১৬৯৭) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য পুথিশালার তালিকা নকল করিয়া লইয়াছেন।

পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য পরিষদের পুথিশালায় সদ্যপ্রাপ্ত মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ১৭৪৯ শকে মুদ্রিত ভাগবতের পুথির পাটার উপরে অঙ্কিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চারিখানি চিত্র 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩৪৫) প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে ১০০ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্তের নিকট পরিষদের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র (২৫১ ও ২৫৭ সংখ্যক পুথি) শেষ কয়েকটি কবিতার নকল পাঠান হইয়াছে। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে 'সর্বসার' নামক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের বিষয়ে বিবরণ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র একখানি প্রাচীন পুথিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য একটি বাক্স এবং পুথিশালার ব্যবহারার্থ একটি কাষ্ঠাধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৪১৭২২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫০১ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫৮ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৩৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তকসংখ্যা ৪২২২৩ হইয়াছে। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা ও পুস্তকাদির নাম

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। উদ্ভিজ্জ বিদ্যা—১২৬৬, ২। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত—১২৭৪, ৩। বঙ্গপরিচয়—১৮৫৯, ৪। মনঃকল্পিত ইতিহাস, ১ম ভাগ—শকাঃ ১৭৮৩, ৫। বুদ্ধিমালা, ১ম ভাগ—১৮৬১, ৬। জিওগ্রাফি—১২৬৩, ৭। অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস, সংবৎ ১৯১৪, ৮। ধ্রুববাদী—১২৮১, ৯। পুরাবৃত্তসার, ১ম খণ্ড—১২৬৭, ১০। খগোল-বিবরণ—১৮৫৯, ১১। ডেক মুষিকের যুদ্ধ—১৮৫৮, ১২। ধন-বিধান—১৮৬২, ১৩। ভূবৃত্তান্ত, ২য় ভাগ—১২৭৮, ১৪। চিত্তশিক্ষা, ২য় ভাগ, ১২৮১, ১৫। অবোধবন্ধু (মাসিক পত্রিকা) ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, চৈত্র, ১২৭৩ সাল।

ক্রীত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। সতীদাহ (আবেদন) ১৮৩০, হিতোপদেশ—রামকমল সেন-প্রণীত, ১৮২০, ৩। কঠোপনিষৎ—রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত, ১ম সং, ১২২৪, ৪। কবিতাসংগ্রহ (বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা সহ)—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত, ৫। প্রভুকমনন্দিনী—(The Hindu Commentator) হিন্দী পত্রিকা, Oct 1867, June 1868, Sept. 1870, ৬। বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্রিকা) ১২৭৯ হইতে ১২৯০।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Supdt. Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A., ৪। Director, Geological Survey of India, ৫। Registrar, Calcutta University, ৬। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৭। Librarian, Bengal Library, ৮। School of Oriental Studies, London, ৯। Supdt, Archaeological Survey of India, ১০। Supdt, Government Museum, Egmore, Madras, ১১। Secretary, Royal Asiatic Society, North China Branch, ১২। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩। Kokusai Bunka, Japan, ১৪। Director of Industries, Bengal, ১৫। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁহাদের সম্পাদিত 'মহাকোষ' ও 'শব্দকোষ' পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল,—দৈনিক ৫, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৬৪, দ্বৈমাসিক ২, ত্রৈমাসিক ১০।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য এ বৎসরও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুযায়ী গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয়বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে।

করপোরেশনের সাহায্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে—পরিষদের পুরাতন কর্ম্মী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুস্তক খরিদের জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়া পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও মাসিক পত্র প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—১। বঙ্কিমচন্দ্র শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী—বালি সাধারণ পাঠাগার, বালি, হুগলী, ২। বঙ্কিমচন্দ্র শত-বার্ষিকী—চন্দননগর সাধারণ পাঠাগার, চন্দননগর, হুগলী, ৩। কেশবচন্দ্র সেন শত-বার্ষিক জন্মোৎসব প্রদর্শনী—ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা, ৪। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলন—হেতমপুর, বীরভূম, ৫। বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী—বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিষদের সাহায্যার্থ ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দান করাতে পরিষৎ সবিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ দানের বাজেট মঞ্জুর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। দর্শন-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্বে কয়েকটি লোকশিক্ষক ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এপিডায়োস্কোপ খরিদ করায় তাহার সাহায্যে এই সকল বক্তৃতাসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির চিত্র প্রদর্শনের সুবিধা হইয়াছে। বক্তৃতার বিবরণ 'অধিবেশন' অংশে দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৭৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ববৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য ৬০০০৲ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে এবং একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে কয়েক জন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে মন্দির সংস্কারের এষ্টিমেট প্রস্তুত হইয়াছে। সত্বরই কার্য্য আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কার্য্যের সুবিধার জন্য আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরে টেলিফোন বসান হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ যে সকল চিত্র প্রদর্শনের আবশ্যক হয়, তজ্জন্য একটি এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে পরিষদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দিরের নীচের তলায় রক্ষিত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের আলমারীগুলি রমেশ-ভবনের দ্বিতলে ও নিম্নতলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং সুসংস্কৃত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পরিষৎ মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যে একটি শৌচাগার নির্ম্মাণের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

(ক) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার শাখা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষায় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সতী ঘোষকে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এই ভাবে করা হইয়াছে,—

১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

২। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৩। রামনারায়ণ তর্করত্ন—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৪। রমেশচন্দ্র দত্ত—শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত প্যারিস্ প্লাষ্টারে নির্ম্মিত এক আবক্ষ মূর্ত্তি।

৫। রমেশচন্দ্র দত্ত—রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীযুক্তা অরুণা সেন মহাশয়ার অঙ্কিত এবং তাঁহারই প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৬। কেশবচন্দ্র সেন—ব্রোমাইড চিত্র; ডাক্তার শ্রীসত্যানন্দ রায়-প্রদত্ত।

৭। শশাঙ্কমোহন সেন—ব্রোমাইড চিত্র; কন্যা শ্রীযুক্তা সুষমা দাশগুপ্তা মহাশয়া-প্রদত্ত।

৮। বনওয়ারিলাল চৌধুরী—মিসেস্ বি. এল. চৌধুরী মহাশয়ার প্রদত্ত ব্রোমাইড চিত্র।

৯। প্রিয়নাথ সেন—ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত তৈলচিত্র। উহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

১০। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—ব্রোমাইড চিত্র; তাঁহার পরিবারবর্গের প্রদত্ত।

১১। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু—ইঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ মহাশয়ার প্রদত্ত চিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১২। রায় জলধর সেন বাহাদুরের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নী হেনরিয়েটার সমাধি বর্ত্তমান বর্ষে নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্র ৩৬০৲ দান করায় সমাধির উপর মর্ম্মরস্তম্ভাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধি-বেষ্টনীর জন্য পৃথক্ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল।

যাঁহারা চিত্রাদি দান করিয়া ও এই উদ্দেশ্যে অর্থাদি সাহায্য করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশের সূচনা হইয়াছে। মেদিনীপুরে যে বিরাট্ বিদ্যাসাগর-স্মৃতিভবন বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে শাখার স্থায়ী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য এই শাখার সংগৃহীত অর্থ উক্ত স্মৃতিভবন-সমিতির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। মফস্বলের পক্ষে শাখার এরূপ সুদৃশ্য ও বৃহৎ কার্য্যালয় নির্ম্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে শাখা নানা অধিবেশন ব্যতীত বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে যথাক্রমে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং মূল-পরিষৎ হইতেও উভয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ দিবাস্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মূল-পরিষদের সভাপতি ও প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভাগলপুরে তত্রত্য শাখার একটি সুদৃশ্য নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিপুরা-শাখা এই বৎসর কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং গৌহাটী-শাখা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকল শাখাই বঙ্কিম-উৎসব ব্যতীত নানারূপ সাহিত্যালোচনার আয়োজন এবং স্মৃতি-সভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন নূতন শাখা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরা-শাখার আহ্বানে কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন গত ২৫এ ও ২৬এ চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দর্শন-শাখায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, বিজ্ঞান-শাখায় ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ইতিহাস-শাখায় ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-শাখায় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এবং সঙ্গীত-শাখায় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভাপতি ছিলেন। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে নিয়মানুসারে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলন ও বীরভূমবাসীর পক্ষে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে আহূত হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান
২। ঐ (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
৩। ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
৫। স্থায়ী তহবিলে দান
৬। সাধারণ তহবিলে দান
৭। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দান
৮। পুস্তক ক্রয়ের জন্য দান
৯। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান
১০। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্দ্ধনার জন্য দান
১১। বঙ্কিম-উৎসবের জন্য দান
১২। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য দান
১৩। কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতি-উৎসবের জন্য দান
১৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান
১৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান
১৬। পুথিশালার জন্য দান
১৭। আজীবন-সদস্যপদের জন্য দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। প্রতি বৎসরই পরিষদের নানা অভাবের বিষয় এই কার্য্যবিবরণে জ্ঞাপন করিয়া, তাহার প্রতিকারের জন্য সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হইতেছে। কিন্তু পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এই আর্থিক অভাবের জন্যই পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্তির ফলে বর্ষশেষে পরিষৎ সকল বাজার-দেনা ও আভ্যন্তরীণ দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। এই দানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় রাজসরকারের দানে অতীব প্রয়োজনীয় পরিষদ্ মন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক পরিদের জন্য দান, চিত্রা বায়োস্কোপ কোম্পানী, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ-তহবিলে দান, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর স্থায়ী-তহবিলে দান, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারে দান, শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্রের মাইকেল-পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু একাকী সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার

এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা দিক্ দিয়া পরিষদের আলোচ্য বর্ষটি পরিষদের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। যাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে পরিষৎ নিজ কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল সহৃদয় সদস্য, অনুগ্রাহক ও মঙ্গল-কামীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, যাহাতে পরিষৎ দিন দিন অধিকতর বল সঞ্চয় করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। যে সকল কর্ম্মী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এই কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩১এ শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ষট্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ষট্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৭
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৯১৫	...	৮২৬
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১২	...	১৪
		৯৫৮		৮৭০

(ক) আলোচ্য বর্ষে নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৫। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ৭। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বর্ষশেষে যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে ৯ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন এবং বর্ষশেষে তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ হয়। বর্ষমধ্যে অধ্যাপক-সদস্য-সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তনের ফলে ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য-পদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে তিন বৎসরের জন্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৫। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৯১৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, একজন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় মোট ১৮০ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০৩ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৬ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইঁহাদের সকলের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হইয়াছে এবং ইঁহাদের মধ্যে ৮ জনের পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অদ্য উপস্থিত করা হইবে।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

সাধারণ-সদস্য—১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ২। W. Sutton Page, ৩। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, ৪। নগেন্দ্রনাথ সোম, ৫। নলিনাক্ষ বসু, ৬। বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৭। রায় রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, ৮। শরৎচন্দ্র ঘোষ, ৯। শিশিরকুমার বসু, ১০। সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক এবং ১১। ডাক্তার সত্যানন্দ রায়।

ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহিত পরিষদের সম্পর্কের কথা এই কার্য্যবিবরণের অল্প পরিসরের মধ্যে লেখা সম্ভবপর নহে। পরিষদের বাল্যাবস্থা হইতে তিনি ইহার সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সহকারী সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহকারী সভাপতিরূপে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং বিবিধ শাখা-সমিতির সভ্য ও

সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া এবং কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সোম পরিষদের সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও বহু শাখা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ চিত্রশালার জন্য প্রাচীন মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থাদি দান করিয়া এবং শিশিরকুমার বসু নানাবিধ মূল্যবান্ দপ্তর সম্বন্ধীয় দ্রব্য বর্ষে বর্ষে দান করিয়া এবং ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় কেশবচন্দ্র সেনের চিত্র দান করিয়া পরিষদের উপকার করিয়া গিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—নারায়ণচন্দ্র মৈত্র। তিনি বহু টাকা মূল্যের পুস্তক ও স্বর্ণ মুদ্রা পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুর বিয়োগে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতেছেন—

১। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও ৩। রায় হেমকুমার মল্লিক বাহাদুর। ইঁহারা এক সময়ে সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৩১এ শ্রাবণ, বুধবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (ক) ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (খ) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের পুত্রবধূ ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ-প্রদত্ত ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয় এবং ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ৩১এ ভাদ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত "দুর্গাদেবী" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২। ১৭এ ফাল্গুন—(ক) ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত "সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ", (খ) ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন-লিখিত "দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-

যুগের ভাষা" এবং (গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধত্রয় পঠিত হয়।

৩। ৩রা চৈত্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত "রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৪। ২১এ চৈত্র—(ক) স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার-লিখিত "রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা" এবং (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" (২য় অংশ) প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। ২৬এ চৈত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বন্দে মাতরম্ গানের পর শ্রীশান্তি পালের "বন্দে মাতরম্" ও শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতা পঠিত হয়, শ্রীসজনীকান্ত দাসের "সীতারাম" ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে অধ্যয়ন" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয় এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'কমলাকান্তে'র অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা হয়। অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। সভায় রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র গ্রন্থ পরিষৎ হইতে প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হয়।

৩। **মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতিসভা**—বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব হয়। প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিপার্শ্বে অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসুর নেতৃত্বে প্রার্থনাদি হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীসন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি প্রার্থনায় যোগদান করেন। এই উপলক্ষে গান ও কবিতাদি পঠিত হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের গান হইলে পর অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার-রচিত "মধু-উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে মধুসূদনকে প্রদত্ত মানপত্রদান" সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঘ) শোকসভা—১। ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে শোকসভা—৩রা পৌষ। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কবিতা পাঠ করেন, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ

পাঠ করেন, এবং শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীভি. ভি. পোদ্দার দীনেশবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

২। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান বর্ষের ১৮ই বৈশাখ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বক্তৃতা করেন। সভায় শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—২৪এ ভাদ্র। সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার। 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপদক' এবং 'স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতিপদক' দান উপলক্ষে আহূত এই বিশেষ অধিবেশনে রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সর্ত্তানুযায়ী ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো এই অধিবেশনে "আমীর খসরু-কৃত 'দেবলরাণী—খিজির খাঁ' কাব্যের ঐতিহাসিকতা" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তাঁহাকে উক্ত পদক দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা সতী ঘোষকে স্বর্ণকুমারী দেবী সুবর্ণপদক প্রদানের বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়।

(চ) **ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা**

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এ বিষয় গত বৎসরই জানান হইয়াছে। বিগত বর্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ১লা ভাদ্র, "খাদ্য সম্বন্ধে দু' একটি কথা", বক্তা—ডাক্তার শ্রীঅজিতমোহন বসু।

(২) ১৫ই ভাদ্র, "বিজ্ঞানে কালের ধারণা", ডক্টর—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

(৩) ২২এ ভাদ্র, "কয়লার উৎপত্তি ও স্বরূপ," বক্তা—অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(৪) ৬ই পৌষ, "বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের আবিষ্কার", অধ্যাপক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে রমেশ-ভবনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিভিন্ন বয়সের চিত্র, তাঁহার দুই পত্নীর চিত্র, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁহার হস্তলিপি এবং তাঁহার লিখিত

পুস্তকাদি সজ্জিত করা হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের আত্মীয়গণ এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার পৌত্র শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সিংহ ও শোভাবাজার রাজবাটীর গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবনে বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা সরসীবালা সিংহ-লিখিত এক প্রবন্ধ রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর পাঠ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্তা রাণী দেবী ও শ্রীযুক্তা লোচনা দাস গান করেন।

সংবর্দ্ধনা

গত ১৩।১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের যে অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে ১৪ই ডিসেম্বর পরিষদ্ মন্দিরে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের নেতৃত্বে উক্ত সভ্যগণ পরিষদে সমাগত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য এবং কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকে পরিষদের সকল বিভাগ প্রদর্শন করান।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় শ্রীযোগেশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক—শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৎসরের শেষে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীসজনীকান্ত দাস; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বৎসরের শেষভাগে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৩। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৮। শ্রীমাখনলাল সেন, ৯। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১০। রেভারেণ্ড এ. দোঁতেন, ১১। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১২। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৭। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৮। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীমনীষিনাথ বসু।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে পুনর্নির্ব্বাচনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৯টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা [illegible] বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্পর্কে পরিষদের প্রবর্ত্তিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র অন্তর্ভুক্ত ২য় পুস্তক 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে এই চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ লিখিবেন এবং ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থসূচী লিখিবেন।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু পদক সমিতি'তে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

(গ) নিম্নোক্ত সদস্যগণ এই সকল অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, —১। শ্রীমন্মথমোহন বসু—ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব সমিতিতে, ২। শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স-এর অধিবেশনে, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দি কংগ্রেসের অধিবেশনে, শ্রীপ্রমথনাথ বিশি বার্ণপুর 'আগমনী সাহিত্য-সম্মিলনে'।

(গ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা সমিতি, (ঝ) প্রাইমারী এডুকেশন বিল আলোচনা সমিতি, (ঞ) উদ্বৃত্ত পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর ব্যবস্থা সমিতি, (ট) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি এবং (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

(ঙ) (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪।১৫ ডিসেম্বর '৩৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হিস্ট্রি কংগ্রেস প্রদর্শনীতে, (২) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৩) ৮ই ফাল্গুন হইতে ১৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত বীরভূম কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে, (৪) ২৮এ মাঘ ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৫) বর্ত্তমান বর্ষের ৪।৫।৬ই জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুরের শাখা-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

(চ) স্থির হইয়াছে যে, ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান' বক্তৃতামালার অন্তর্গত একটি বক্তৃতা করিবেন।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির-সংস্কারাদি কার্য্যের জন্য চিত্রশালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। পরিষদের গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার স্থানাভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্য রমেশ-ভবনের ত্রিতলে একখানি ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য আপাততঃ একটি শো-কেস্ খরিদ করা হইয়াছে। মন্দির-সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সাজাইবার ও তজ্জন্য আবশ্যকমত শো-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত দ্রব্য-গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উল্লেখযোগ্য—৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত একটি আকবরের সুবর্ণমুদ্রা, শ্রীগুরুসদয় দত্ত-প্রদত্ত সামসুদ্দিনের একটি মুদ্রা, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়-প্রদত্ত দুইটি প্রস্তরমূর্ত্তি—(ক) মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি এবং (খ) রুদ্রের আবির্ভাব মূর্ত্তি, শ্রীঅজিত ঘোষ-প্রদত্ত কুবেরমূর্ত্তি, শ্রীঅদ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-প্রদত্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি।

রমেশ-ভবনের দ্বিতলের হলে বক্তৃতামঞ্চের উপর যে পর্দ্দা খাটান হইয়াছে, তাহার পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীনন্দলাল বসু। সাহিত্যিকগণের চিত্রগুলি মেরামত করিয়া এবং উপযুক্ত ফ্রেমে বাঁধাইবার পর হলের দেওয়ালে টাঙ্গান হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বৈঠকখানা সুসংস্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বর্ষে বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিবসে ২৬এ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া থাকেন। বিগত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ঐ স্মৃতিসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এড্‌ভোকেট শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানাবাটীর জীর্ণাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া পরিষৎকে উহার সংস্কারের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়াস্থ তাঁহার বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা সংস্কারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বৈঠকখানা-বাটীর একচতুর্থাংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ অংশ পরিষৎকে দান করেন এবং তৎপরে কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন ঐ বৈঠকখানার তাঁহাদের স্বত্বাধিকৃত ত্রিচতুর্থাংশ (যাহা তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন) পরিষৎকে দান করেন। উভয় দানপত্র যথারীতি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। তৎপরে নৈহাটীস্থ কণ্ট্রাক্টার শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর বঙ্কিম-ভবনের সংস্কারকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ইতিমধ্যে পরিষৎ সংবাদপত্রের সাহায্যে ও পত্রদ্বারা বঙ্কিমের গুণগ্রাহী ভক্তগণের নিকট এবং পরিষদের সদস্যগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের পক্ষে পরিষদের প্রবীণ বন্ধু শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ও সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে বহু স্থানে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়াছেন। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক ৩০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংস্কার কার্য্যে কিঞ্চিদধিক ২০০০৲ ব্যয় হইয়াছে। উহার বিল পরীক্ষান্তে বর্ত্তমান বর্ষেই শোধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও এই উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য যে সকল সংবাদ ও সাময়িকপত্র পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে ২৫এ ফাল্গুন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্তগণ এই তীর্থসদৃশ ভবনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য অন্যূন ৫০০০৲ টাকার ভাণ্ডারের প্রয়োজন। প্রার্থনা, সকলে এই ভাণ্ডার স্থাপন বিষয়ে মুক্তহস্ত হইবেন।

ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ঠাকুরদালানে ২৫এ ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণে বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহেমচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-

ছাত্রীগণ "বন্দে মাতরম্" গান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী বক্তৃতা করেন। সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু এই বৈঠকখানা সংস্কার সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র "সুবর্ণ গোলক" আবৃত্তি করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বৈঠকখানা বাটীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ ভবন সমর্পণ করেন। এই বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য যে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু তাহাতে ১০০৲ দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ১০৲, শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ ৫৲, শ্রীপ্রভাত সিংহ ১৲ এবং শ্রীশচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ সভাস্থলেই এই উদ্দেশ্যে দান করেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। নৈহাটি-নিবাসী শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানের জন্য পরিষদ্‌কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে ৪৬ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত পুথি ৩৮ খানি এবং বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি। এ পর্য্যন্ত পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত হয় নাই, এরূপ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয় বিভাগেই পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ২৮ খানি, মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ১০ খানি, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫ খানি, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৩ খানি। উপরোক্ত পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—৩২০৬	অসমীয়া পুথি	—৩
সংস্কৃত "	—২২৬৮	ওড়িয়া "	—৪
তিব্বতী "	— ২৪৪	হিন্দী "	—২
ফার্সী "	— ১৩	মোট	৫৭৪০

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-মন্দির সংস্কারের জন্য পুথিশালার সমগ্র পুথি একটি গৃহমধ্যে ছয় মাসের অধিক কাল স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। এই জন্য বৎসরের শেষ ছয় মাসে পুথিশালার কোনও কার্য্য আশানুরূপ সম্পাদিত হইতে পারে নাই। পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের মুদ্রণও অধিক অগ্রসর হয় নাই। তবে এই অবসরে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর অন্তর্গত প্রাচীন পুথির একটি বিষয়ানুক্রমিক সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ২৪৮ খানি পুথিতে খেরো ও ১২০ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো উভয়ই লাগান হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেকের টীকা'র (১৫২১) রচয়িতা হরিদাস তর্কাচার্য্য বা রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতির মোটামুটি সময় নিরূপণ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার গ্রন্থে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদের লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থের যে সকল উল্লেখ আছে, তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, ১৬।৬১-৬২)।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ৪২২২৩ খানি পুস্তক পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৭৮ খানি পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২৬৫ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ৪৩০৬৫ হইয়াছে।

উপহার প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য,—

প্রদাতা—শ্রীসরলকুমার নাগ চৌধুরী—১। বঙ্গদূত ১২৩৬ (সাময়িক পত্রিকা), শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। গীতানন্দ লহরী, ১৭৭০ শক, ২। বৈরাগ্যশতক, ১৭৭৭ শক, ৩। মুরশিদাবাদের ইতিহাস, ১৮৭৪, ৪। উনবিংশ পুরাণ, ১২৭৬, ৫। পত্রচিন্তামণি গদ্য: ১৭৬৭ শক, ৬। কৃষ্ণলীলা রসোদয়, ১২৬১, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ১৭৮৬ শক, শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু—১। সিদ্ধান্ত কৌমুদী, ২। The Prem Sagur, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। ধর্ম্মপুস্তক, ১৮৭৪, ২। ধর্ম্মপুস্তকের আদি ভাগ অর্থাৎ পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মের গ্রন্থসমূহ, ১২৬৮, ৩। Thirtyfour Conferences between the Danish Missionaries and the Malabarian Bramans.

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publication, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১১। বিশ্বভারতী, ১২। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

ক্রীত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য,—

১। বঙ্গদর্শন (মূল ও সম্পূর্ণ), ২। সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, ৩। দুর্জ্জনদমন মহানবমী, ১২৫৪, ১৭শ সং, ৬। Calender of Persian Correspondence, vol. II (1781-85), ৭। ইন্দিরা, ১ম সং।

পরিষদ্‌গ্রন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—

১। Indian History Congress, কলিকাতা

২। Royal Asiatic Society of Bengal, কলিকাতা

৩। কৃত্তিবাস-স্মৃতি-উৎসব, ফুলিয়া, শান্তিপুর

৪। সিউড়ি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, বীরভূম

এতদ্ব্যতীত কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এই প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশন ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। পরিষৎ কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্য কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের একটি সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার অভাব সদস্যগণ বহুদিন হইতে বোধ করিতেছিলেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পুস্তক-তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে 'বিদ্যাসাগর', 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', 'ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও 'রমেশচন্দ্র দত্ত' এই চারিটি বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রহের সমস্ত সংস্কৃত বাঙ্গালা পুস্তক ও সাধারণ গ্রন্থ-সংগ্রহের বহু পুস্তক তালিকাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৪০ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। এই তালিকাপ্রণয়ন কার্য্যে শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিনা পারিশ্রমিকে পরিষৎকে সাহায্য করিতেছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ-প্রকাশ

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে—

(ক) ন্যায়দর্শন—১ম খণ্ড (দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ), সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়নভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ফুরাইয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ নূতন ভাবে এই খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভাষ্যার্থ-ব্যাখ্যার বিশদীকরণের জন্য ও অনেক স্থলে অন্যবা বহু অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশের জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই অনুবাদ প্রভৃতি নূতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। ৪০৬ + ১৷০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থশেষ হইয়াছে।

(খ) আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ হইতে **সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা** নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই চরিতমালার পুস্তকের প্রত্যেকখানির দাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র চারি আনা। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল

স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত পুস্তক তিনখানি প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর') প্রণীত। সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে পরিষৎ-প্রকাশিত বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইহা যে প্রামাণিক সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থসমেত ৩৲+।০+১৯২+২৵০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

(ঘ) ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—১। লোকরহস্য (পৃ. ৯৬), ২। গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক (পৃ. ১১৮), ৩। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (পৃ. ২৮), ৪। সীতারাম (পৃ. ১৯২), ৫। কৃষ্ণকান্তের উইল (পৃ. ১৩২) ৬। Rajmohan's Wife (পৃ. ১০০), ৭। Letters on Hinduism (পৃ. ৫৫)

এতদ্‌ব্যতীত ১। রাজসিংহ, ২। রজনী, ৩। রাধারাণী, এই তিনখানি পুস্তকের মূল মুদ্রিত হইয়াছে, ভূমিকাদি মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে এবং বঙ্কিমের ইংরেজী রচনা ও ইংরেজী পত্রাবলীর মুদ্রণ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, এক মাস মধ্যে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। বঙ্কিম-গ্রন্থ বিক্রয়াদির ব্যবস্থা করিবার ভার শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহার উপর অর্পিত আছে। বিশেষ যত্নের সহিত তিনি এ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের আরব্ধ কার্য্যগুলির মধ্যে (ক) 'বাংলা পুথির বিবরণ' মুদ্রণের কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। (খ) রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কার্য্য আলোচ্য বর্ষে বন্ধ ছিল, এবং (গ) 'বঙ্কিমজীবনীর' খসড়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থির হইয়াছে যে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমগ্র গ্রন্থের একটি সংস্করণ পরিষৎ হইতে প্রকাশ করা হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে ৪৬শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির এবং লেখকগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

(ক) **প্রাচীন সাহিত্য**—১। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪। তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৫। দীন

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৬। দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-যুগের ভাষা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ৭। পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৮। মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(খ) **ইতিহাস**—১। আমীর খুসরু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-সমাজের সমস্যা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। পোদাই-চিত্রে বাঙালী—ঐ, ৪। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ—ঐ, ৫। গুপ্ত যুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিস্থিতি—শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ৬। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস—শ্রীযদুনাথ সরকার, ৮। বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, ৯। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ (৫-৮)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ১০। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ১১। মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার—শ্রীসুশীলকুমার দে, ১২। মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ—শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৩। শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ১৫। সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ ১।২—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত—ঐ।

(গ) **দর্শন**—১। দুর্গাদেবী—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। ব্রহ্মসূত্রার্থে মতভেদ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩। বিজ্ঞানবাদ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

(ঘ) **বিজ্ঞান**—১। গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ৩। মন্দিরের অস্তর—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ এককালীন দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষে ২৪এ ভাদ্র বিশেষ অধিবেশনে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার' শাখা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনে অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য "রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপদক (সুবর্ণ)" দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কারের সর্ত্তানুসারে কালিকারঞ্জন বাবু এই বিশেষ অধিবেশনে "আমীর খসরু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সতী ঘোষকে স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পদক (সুবর্ণ) উক্ত বিশেষ অধিবেশনে প্রদর্শনার্থে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র তাঁহাকে একটি পদক দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

(গ)

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে মাসিক এবং একজন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের পত্নীকে এক মাসের জন্য কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে (ক) শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু-প্রদত্ত আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর মূর্ত্তি (Bas-relief), (খ) ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (গ) শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ-প্রদত্ত তাঁহার পিতা রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং (ক) অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং (খ) ডক্টর

দীনেশচন্দ্র সেনের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ডক্টর দীনেশচন্দ্রের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত চিত্র দানের জন্য প্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্ মন্দিরে এ যাবৎ সাহিত্যিকগণের চিত্র এত অধিক সংগৃহীত হইয়াছে যে, সেগুলি যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার স্থানাভাব ঘটিতেছে। এই হেতু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির হইয়াছে যে, অতঃপর ১৭" × ২৩" (বিনা ফ্রেম) অপেক্ষা বড় মাপের চিত্র গ্রহণ করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত সমস্ত চিত্র মেরামত করা হইয়াছে এবং রমেশ-ভবন ও পরিষদ্ মন্দিরে সেগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই বাবদ প্রায় এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

গত বর্ষের সঙ্কল্প অনুসারে আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের সংস্কারাদি কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আশা করা যায়, তাহা এক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। নিম্নোক্ত কাজগুলি প্রধানতঃ সম্পন্ন হইয়াছে—

রমেশ-ভবনে—(ক) ছাদ মেরামত, (খ) ত্রিতলের ছাদে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখিবার ঘর নির্ম্মাণ, (গ) পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ত্রিতলের ছাদে সংযোজক সিঁড়ি, (ঘ) দ্বিতলের হলে মঞ্চ ও তদুপরি পর্দ্দা প্রভৃতি, (ঙ) রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মূর্ত্তি দেওয়াল-গাত্রে সংযোজন, (চ) পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত সাহিত্যিকগণের চিত্রের অধিকাংশ দ্বিতলের হলে সাজাইয়া রাখা এবং (ছ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থসংগ্রহ দ্বিতলের হলে স্থানান্তরিত করা, প্রভৃতি।

পরিষদ্ মন্দিরে—(ক) সমগ্র মন্দিরের ভিতর ও বাহিরের খিলান প্রভৃতি মেরামত করিয়া বালির কাজ ও রং করা, (খ) পুথির ঘরের মেঝে ফেলিয়া দিয়া নূতন মেঝে প্রস্তুত করা, (গ) দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থান বন্ধ করা, (ঘ) ঐ সিঁড়ি মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যস্থলে খাটাইয়া দেওয়া, (ঙ) সদর দরজা বদল করিয়া তৎস্থানে নূতন ও মজবুদ দরজা বসান, (চ) দরজার উপরের অংশ নূতন পরিকল্পনায় পুনর্নির্ম্মাণ করা, (ছ) একটি ঘরের মার্বেল পাথর বদল করা ও পালিশ করা, (জ) দ্বিতলের বক্তৃতামঞ্চ খুলিয়া ফেলিয়া উপরে একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা, (ঝ) ত্রিতলের লোহার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থলে কাঠের সিঁড়ি প্রস্তুত করা, (ঞ) সমস্ত জানালা দরজা মেরামত ও রং করা, (ট) উপরের পুথিশালার র‍্যাক খুলিয়া নূতন ও বড় র‍্যাক প্রস্তুত করা, (ঠ) সমস্ত আলমারী, টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র মেরামত ও রং পালিশ করা, (ড) নূতন শো-কেস ও কাউণ্টার প্রভৃতি খরিদ করা, (ঢ) নূতন পাখা খরিদ করা এবং (ণ) ইলেকট্রিক আলো ও

পাখার তার বদল ও নূতন লাগান, (ত) উভয় ভবনের মধ্যস্থলে দ্বিতলে প্রস্রাবাগার নির্ম্মাণ, (থ) গ্রন্থাদি রাখিবার জন্য গুদামঘর প্রস্তুত করা এবং (দ) সাময়িক-পত্রাদি রাখিবার জন্য বৃহৎ র‍্যাক প্রস্তুত হইয়াছে। এবং বহু খুচরা কাজও হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের অধিকাংশই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে ও শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিষৎ কার্য্যালয় হইতেই করা হইয়াছে; কিছু কাজ মেসার্স জে. সি. ব্যানার্জি কোম্পানীও করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন।

এই সকল কাজ ব্যতীত নিম্নোক্ত কাজগুলি এখনও করা দরকার,—১। পুস্তকালয়ের জন্য র‍্যাক, ২। কতকগুলি চেয়ার, ৩। নূতন একটি গুদাম ঘর, এবং আরও কতকগুলি পাখা। এইগুলি না হইলে মন্দির সংস্কারাদির কাজ সম্পূর্ণ হইবে না।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য-বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস-বিভাগে ১টি এবং দর্শন-বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে শিলচরে পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার উদ্যোগী কর্ম্মিগণ নানা ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়ায় লুপ্ত শাখার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং মালদহে ও রাজসাহী-নওগাঁতে নূতন শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরপাড়া, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, মীরাট ও গৌহাটী শাখা নানারূপ অধিবেশনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান-শাখার নবগৃহের ভিত্তি আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আগ্রা-শাখাটি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালেন্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই বলিয়া পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। তৎসত্ত্বেও পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম—বঙ্গীয় রাজ-সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিষদ্ মন্দির সংস্কার এবং দ্বিতীয়—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ দেশবাসীর সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বৈঠকখানাবাটী সংস্কার।

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জন্য নানারূপ অসুবিধাবশতঃ ঝাড়গ্রামরাজ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের মজুত গ্রন্থগুলির হিসাব আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্রে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় নাই। উহা প্রস্তুত হইতেছে এবং পরে দেখান হইবে স্থির হইয়াছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান
২। ঐ বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
৩। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
৫। সাধারণ তহবিলে দান
৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান
৭। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান
৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের এবং সংরক্ষণের জন্য দান
৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান

১০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্ম দান

১১। পদকের জন্ম ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্রের দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্ম বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং পক্ষে স্বর্গত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র দপ্তর সরঞ্জামীর বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষের ৩১এ ভাদ্র পরিষদের মাসিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত পরিবর্দ্ধন, সংশোধন ও পরিবর্জ্জন হইয়াছে,—

১। নূতন নিয়ম—১০ (খ) অধ্যাপক সদস্য তিন বৎসরের জন্ম নির্ব্বাচিত হইবেন।

১২ (খ) মৌলবী সদস্য তিন বৎসরের জন্ম নির্ব্বাচিত হইবেন।

২। পরিবর্ত্তন—২০ (গ) নিয়মের 'পাঁচ' স্থলে 'তিন' হইবে।

৩। পরিবর্জ্জন—৪২ (ঙ) সংখ্যক নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হইতে এই সকল পরিবর্ত্তিত নিয়ম কার্য্যকরী হইবে।

উপসংহার

পরিশেষে আমি পরিষদের হিতৈষী বন্ধুবর্গকে এবং আমার সহযোগী কার্য্যাধ্যক্ষগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রধানতঃ তাঁহাদের সাহায্যেই পরিষদ্ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে। ভগবৎকৃপায় পরিষদ্ গৃহটি আমূল সংস্কৃত হইয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছে, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের সকল আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইয়া গ্রন্থাদি রক্ষণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং রমেশভবনটি হস্তগত হওয়াতে সভাধিবেশনাদি কার্য্যের সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরিষদ্ অনেকগুলি নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যথা ;—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার স্বত্বাধিকারিত্ব লাভ করিয়া তাহার আমূল সংস্কার সাধন ; (২) বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ প্রকাশ ; (৩) বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্য সাধকগণের জীবনী প্রকাশ ; (৪) 'আলালের ঘরের দুলালে'র ন্যায় বঙ্গভাষার প্রাচীন গদ্যগ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ ; (৫) পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকগুলির একটি বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রস্তুত করণ ; (৬) এপিডায়-স্কোপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ; (৭) পরিষদ্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি রক্ষার জন্ম স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পরিষদের ঈদৃশ উন্নতি বিশেষ আশাপ্রদ হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ এখনও সম্পূর্ণরূপে আশঙ্কাশূন্য বলা যায় না। পরিষদের সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদার উপরেই পরিষদের সাধারণ ব্যয়নির্ব্বাহ নির্ভর করে। সুতরাং সে চাঁদা রীতিমত আদায় না হইলে, পরিষদের ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন না। ফলে অনেক টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য পরিষদ্ একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার একটি ভিত্তিও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রত্যেক হিতৈষী বন্ধুকে এই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য আমি সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবান্ হইলে অচিরে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব হইবে না। বঙ্গদেশে সহৃদয় সমর্থ দাতার অভাব নাই। আশা করি, তাঁহারা দেশের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করিতে মুক্তহস্ত হইবেন। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৭ই শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৭	…	৬
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	…	১৬
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	…	৭
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	…	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮২৬	…	৮০৯
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৪	…	৮
		৮৭০		৮৪৬

(ক) আলোচ্য বর্ষে নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৬ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৫। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং ৬। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আজীবন-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা এবং শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৪ স্থলে ১৬ হইয়াছে। আজীবন-সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে।

(গ) আলোচ্য বর্ষে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে বর্ষমধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন পরলোকগমন করিয়াছেন এবং নিম্নোক্ত তালিকার শেষ তিন জন অধ্যাপক-সদস্য-পদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র হইতে তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে।—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৩। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৪। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, ৫। শ্রীঅমূল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, ৬। শ্রীনিশিকান্ত বিদ্যারত্ন, এবং ৭। শ্রীঅবনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৬ ছিল। বর্ষমধ্যে ১২ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় ১৫৪ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৪১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন কিন্তু চাঁদা দিতে অক্ষমতাবশতঃ পদত্যাগ করিয়াছিলেন এইরূপ ৮ জন ব্যক্তি পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮০৯ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৪ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইঁহাদের সকলের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হয় এবং ইঁহাদের মধ্যে ৮ জন বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ৮ ছিল।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্স ন।

অধ্যাপক-সদস্য—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।

সাধারণ-সদস্য—১। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ২। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩। রাজা প্রমথনাথ মালিয়া, ৪। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, ৫। ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, ৬। রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন, ৭। ভবতারণ সরকার, ৮। রাখালদাস ঘোষ মজুমদার,

৯। শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১০। সমরেন্দ্রমোহন রক্ষিত, ১১। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এবং ১৩। গুরুসদয় দত্ত।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের মধ্যে বিশিষ্ট সদস্য স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সনের এবং অধ্যাপক-সদস্য পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এত দূর বিস্তৃত যে, সে সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ-সদস্যগণের মধ্যে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত পরিষদের ইতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও সহকারী-সম্পাদক রূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। শেষ-জীবনে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে থাকিলেও পরিষদের প্রতি মমতাবোধ ও প্রীতি কিছুমাত্র যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার পরিচয়স্বরূপ তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত গ্রন্থগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ পিতার সেই অভিপ্রায় পূরণ করিয়াছেন। পরিষৎ এই অকপট ও হিতৈষী বন্ধুর সেবা ভুলিতে পারিবে না। পরলোকগত সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন, রাজা প্রমথনাথ মালিয়া ও ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় নানা ভাবে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমধিক সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল এবং তিনি আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

(ক) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—ইনি পরিষদের বাল্যাবস্থায় একজন উৎসাহী সদস্য, ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও বিদ্যাপতির 'পদাবলী'র (পরিষদ্-গ্রন্থাবলী) সম্পাদক ছিলেন।

(খ) কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী—এক সময়ে ইনিও পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—৭ই শ্রাবণ। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। লেডী অবলা বসু-প্রদত্ত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মূর্ত্তি (in bas relief) এবং ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত ৺বাণীনাথ নন্দীর চিত্র প্রতিষ্ঠার পর, ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ এবং সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে পর নির্ব্বাচিত

সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১। ১ ভাদ্র—(ক) স্বামী বিদ্যারণ্য-লিখিত "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" এবং (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১ আশ্বিন—(ক) ডক্‌টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া-লিখিত "শিবচরণের গীতপদ" এবং (খ) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "প্রগল্‌ভাচার্য্য" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২৯ অগ্রহায়ণ—(ক) শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য-লিখিত "শব্দ ও অর্থ" এবং (খ) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৪। ২৭ পৌষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৫। ২১ চৈত্র—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "মহাদেব অনার্য্য সিংহ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৬। ২১ বৈশাখ (১৩৪৮)—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য-লিখিত "সর্ব্বজ্ঞ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন এবং ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার তিনটি পৌত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার রায়, শ্রীমান্ মোহময় রায়, ও শ্রীমান্ অশোককুমার রায় এক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ আষাঢ় শুক্রবার বঙ্কিমচন্দ্রের ত্র্যধিকশততম জন্মদিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী "বঙ্কিম-বন্দনা" পাঠ করেন এবং শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 'কমলাকান্ত' হইতে "আমার দুর্গোৎসব" পাঠ করেন। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল 'বন্দে মাতরম্' গান করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্র্যধিকশততম জন্মদিন উপলক্ষে কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম-ভবনে পরিষদের আয়োজনে উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব-সভায় নেতৃত্ব করেন স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার। এই উৎসবের সাফল্যকল্পে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দে ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সহায়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্য-সেবী এবং পরিষদের সদস্য কাঁটালপাড়ায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সভারম্ভে শ্রীদেবদাস মুখোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র,

শ্রীমনুজকুমার সর্ব্বাধিকারী কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন এবং শ্রীঅতুল্যচরণ দে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রচুর জলযোগে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ই. বি. রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গাড়ীর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বঙ্কিম-উৎসবের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী পরিষদের হস্তে ১০০৲ দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

৩। মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-পূজা—বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসুর নেতৃত্বে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে সাহিত্যসেবিগণের এক সভা হয়। খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পরিষৎ, হেমচন্দ্র পাঠশালা, ওয়াই. এম. সি. এ. বিতর্ক-সভা, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, বঙ্গীয় নাট্য-পরিষৎ, বাগবাজার সঙ্ঘ, ঘোষ নার্শারী, দিনাজপুর সম্মিলনী প্রভৃতি সভা সমিতির সভ্যগণ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্রগণ সমবেত হন। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, মৌলভী হাতেম আলী নৌরজী, শ্রীসন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবন হলে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্বরচিত একটি সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করিয়া সভাপতি কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং পরিষদের সদ্যপ্রকাশিত মধুসূদনের সমগ্র বাংলা গ্রন্থাবলী প্রদর্শন করেন। শ্রী জে. কে. বিশ্বাস, শ্রীবিমান বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। সভাপতি কবির 'মেঘনাদবধ-কাব্য' হইতে কিছু আবৃত্তি করেন।

(ঘ) শোক-সভা—৫ মাঘ শনিবার ১। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ও ২। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীযোগেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত বক্তৃতা করেন এবং শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঙ) বিশেষ অধিবেশন—১। ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস "আফ্রিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ছায়াচিত্র দ্বারা তদ্দেশের নানা দ্রষ্টব্য বিষয় প্রদর্শন করেন।

২-৪।—৪ঠা, ৫ই ও ৬ই অগ্রহায়ণ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার তিন দিন ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় "বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো" বিষয়ে তিনটি 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা' করেন।

৫। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে বর্ত্তমান বর্ষের ২৫এ বৈশাখ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কবির 'তপোধন' ও শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কবির 'সামান্য ক্ষতি' আবৃত্তি করেন, এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে পরিষদে তিন দিন ব্যাপী একটি রবীন্দ্র-প্রদর্শনী হয়। ইহাতে কবির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণগুলি, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, লিখিত পত্র ও পাণ্ডুলিপি এবং অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শিত হয়।

(চ) **ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা**—পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বক্তৃতাকালে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

১। ৩১এ শ্রাবণ, "যমজের জন্মরহস্য"—ডক্টর শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার।

২। ১৫ই ভাদ্র, "সম্ভাবনাবাদ"—ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

৩। ২৬এ ভাদ্র, "উল্কা"—ডক্টর শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৪। ১১ই আশ্বিন, "মনুষ্যের শরীরতত্ত্ব, মনুষ্যদেহে রক্তসঞ্চালন এবং পরিপাকক্রিয়া" —শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভদ্র।

৫। ২৩এ বৈশাখ ১৩৪৮, "ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য জাতির লৌহশিল্প"—শ্রীশৈলেন্দ্র-বিজয় দাসগুপ্ত।

প্রীতি-সম্মেলন ও সম্বর্দ্ধনা

১। আলোচ্য বর্ষের ১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আয়োজনে এক শারদীয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রথম সভাপতি আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়া নবীন বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া উপদেশস্থলে সংক্ষেপে কিছু বলেন। পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার পরিষদের সহিত আচার্য্য রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা উল্লেখপূর্ব্বক নবীন বৈজ্ঞানিকগণকে সম্বোধন করিয়া বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণার উপযোগিতার বিষয়ে কিছু বলেন। এই উৎসব-সভায় 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে'র গবেষকগণ জীবতত্ত্ব এবং শরীরতত্ত্ব বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন ও তাহা ব্যাখ্যা করেন। কুমারী রেবা বসু উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন এবং শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত সেতার ও শ্রীস্বরূপ দাস

দোতারা বাদ্য দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন। উৎসবান্তে সমবেত সকলকে জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণ এই উৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

২। গত ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণে পরিষদের প্রাণস্বরূপ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। শ্রীকালীপদ পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিলে পর পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার হীরেন্দ্রবাবুকে মাল্য অর্পণ করেন। সম্পাদক কর্ত্তৃক মানপত্র পঠিত হইলে পর মহারাজা স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত গরদের জোড় হীরেন্দ্রবাবুকে উপহার দেওয়া হয়। কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া হীরেন্দ্রবাবুর বন্দনা করেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস স্বরচিত "কবিপ্রশস্তি" পাঠ করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী পঠিত হইলে সভাপতি হীরেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে কিছু বলেন। হীরেন্দ্রবাবু মানপত্র ও সভাপতির উক্তির সংক্ষেপে উত্তর দিয়া বলিলেন, "যে দিন আমি শেষ শয্যা গ্রহণ করিব, সেদিন একথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিব যে, পরিষদের সেবকরূপে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আমি পরমধামে যাত্রা করিতেছি।"

সভার শেষে শ্রীকালীপদ পাঠকের টপ্পা সঙ্গীত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীদুর্গাপদ দাসের ম্যাজিক সকলকে বিশেষভাবে তৃপ্ত করে। সর্ব্বশেষে জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। এই সম্বর্দ্ধনার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যাঁহারা অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সম্বর্দ্ধনার বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব দিবস উপলক্ষে প্রীতি-সম্মিলনী হয়। এই উপলক্ষে প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি, দুষ্প্রাপ্য ও আধুনিক পুস্তক, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি ও দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হয় এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ছাত্র শ্রীসুধীরলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবীরেশ্বর রায়, এবং শ্রীঅসিতকুমার ঘোষাল, কুমারী প্রতিমা ও কুমারী সাবিত্রী রায় চৌধুরীর গান, শ্রীনাজির আলীর সানাই বাদন, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি এবং শ্রীরাজা বসুর ম্যাজিক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করে। এই প্রীতি-সম্মেলনের জন্য চাঁদা-দাতৃগণকে, বিভিন্ন দ্রব্য উপহার-দাতৃগণকে এবং গায়ক ও বাদকগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির-সংস্কারকার্য্যের জন্য গ্রন্থালয়ের পুস্তকাদি ও পরিষদ্-গ্রন্থাবলী রমেশ-ভবনে স্তূপীকৃত অবস্থায় রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সাজাইবার এবং প্রদর্শনযোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত কিছু শো-কেস ও অন্যান্য আধার সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্য যথাযথ প্রদর্শনযোগ্য করা সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

(ক) দুইটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত এবং শ্রীবিজয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রদত্ত শিবসিংহের রৌপ্য মুদ্রা। (খ) শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-প্রদত্ত ৺জলধর সেনের ডায়েরি ও পত্র, (গ) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-প্রদত্ত প্রসন্নময়ী দেবীর ডায়েরি ও ব্যবহৃত ব্যাগ এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর হস্তাক্ষর, (ঘ) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী-প্রদত্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মপত্রিকা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, (ঙ) শ্রীপুলিনবিহারী সেন-প্রদত্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের, কিশোরীচাঁদ মিত্রের, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও দীনেশচন্দ্র সেনের পত্র।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস; চিত্রশালাধ্যক্ষ—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রাচীন কর্ম্মচারী শশীন্দ্রসেবক নন্দীর মৃত্যু হইয়াছে। পুস্তকালয়ের পুস্তক-তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য দুই জন অস্থায়ী কর্ম্মচারী ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজনকে (শ্রীঅমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্যকে) অস্থায়ী ভাবে উক্ত পুস্তকালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ৺শশীন্দ্র-বাবুর স্থলে লেখক নিযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থাবলী অপহরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহক্রমে প্রাচীন দ্বারবান পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ায় তাহার স্থলে একজন এবং রমেশ-ভবনের জন্য একজন দ্বারবান নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল পরিষদ্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। শ্রীকবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫। ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ৭। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। রেভারেণ্ড শ্রী এ দৌতেন, ১০। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১১। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৫। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৬। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৭। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৮। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরলোকগমন করায়) শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, ১৯। শ্রীশান্তি পাল, ২০। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ৩। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, ৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ৬। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা চারি বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১) কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীত্রিদিবনাথ রায়কে, (২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে, (৩) জগত্তারিণী পদক সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে, (৪) ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতিতে শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে, ও (৫) সরোজিনী বসু পদক-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

(খ) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-তহবিলের সর্ত্ত অনুসারে "নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাস" বিষয়ে রচনার জন্য শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত পদক' দেওয়া হইবে। তিনি উক্ত তহবিলের সর্ত্তানুসারে "ইতিহাস ও ঐতিহ্য" বিষয়ে পরিষদে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

(গ) ১৯৪০।২৭এ হইতে ২৯এ ডিসেম্বর ধারওয়ারে অনুষ্ঠিত বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘের সুবর্ণ জুবিলি ও কন্নড় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পরিষদের সদস্য শ্রীনারায়ণ-স্বামী আয়ারকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

(ঘ) কতকগুলি পরিষদ্-গ্রন্থ অপহৃত হওয়ায় তাহার অনুসন্ধানের ভার কলিকাতা পুলিসের উপর অর্পণ করা হয়।

(ঙ) যে সকল পরিষদ্-গ্রন্থ বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই বা যেগুলি কীটদষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইয়াছে, সেগুলি ওজন দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে দান করা হয়।

(চ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয়-সমিতি, ৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র নির্ব্বাচন সমিতি, ১০। কাঁটালপাড়া বঙ্কিমভবনে সভাসমিতির স্থানদান সমিতি, ১১। রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার নির্ব্বাচন-সমিতি, ১২। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১৩। পুস্তক-অনুসন্ধান-সমিতি, ১৪। বঙ্কিম-জন্মোৎসব-সমিতি, ১৫। হীরেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সমিতি।

(ছ) Indian Historical Records Commission-এর নূতন নিয়ম গঠন সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য দিবার জন্য যে প্রস্তাব আসিয়াছিল, তদ্বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

(জ) বেঙ্গল লেজিস্লেটিব এসেম্ব্লি হইতে কতকগুলি বিল সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য চাওয়া হইয়াছে। এগুলি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(ঝ) পরিষদ্-মন্দির ও রমেশ-ভবন স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই মর্ম্মে উক্ত দুই ভবনে দুইখানি প্রস্তর-ফলক দেওয়া হইবে। এই দুইটি ফলক প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে ৬৫ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ক্রীত পুথির মধ্য হইতেও ১১ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। সাকল্যে এই ৭৬ খানি পুথির মধ্যে বাঙ্গালা ২১ এবং সংস্কৃত পুথি ৫৫ খানি।

যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—৺নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত (২০ খানি), ডাঃ এস. গুপ্তের মাতা (১৩ খানি), শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী (১১ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১১ খানি), শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র রায় (৪ খানি), শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য (৩ খানি), শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় (১ খানি), শ্রীস্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য (১ খানি), শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু (১ খানি)। উপহারপ্রাপ্ত ৬৫ এবং ক্রীত ১১, সাকল্যে ৭৬ খানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—৩২২৭	অসমীয়া পুথি	—৩
সংস্কৃত "	—২৩২৩	ওড়িয়া "	—৪
তিব্বতী "	— ২৪৪	হিন্দী "	—২
ফার্সী "	— ১৩		
			৫৮১৬

আলোচ্য বর্ষে ৩০৩ খানি পুথিতে পাটা এবং ১৫২ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পুথি-দাতৃগণকে ও সংগ্রাহকগণকে পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অনেকে পরিষদে আসিয়া পরিষদের নানা পুথি আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের শেষ দিক্ হইতে এই সমস্ত আলোচিত পুথির হিসাব রাখা হইতেছে। এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ মাসে ৮৪ খানি পুথি পরিষদে বসিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুইখানি পুথি বাহিরে ধার দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিদাস তর্কাচার্য্য-কৃত শ্রাদ্ধবিবেক টীকা, কামদেব ঘোষকৃত ভট্টিটীকা ও মহাদেব আচার্য্যসিংহ দেবরচিত মালতী-মাধব টীকার যে পুথি পরিষদে আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থাগার

গত বৎসর পরিষদ্-মন্দিরের সংস্কারকালে গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া ছিল এবং সাময়িক পত্রিকাগুলিও স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের ঘরের র‍্যাক সম্পূর্ণ হওয়ায় সাময়িক পত্রিকাগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বহু নূতন সাময়িক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে ও ক্রীত হইয়াছে, সেই জন্য সাময়িক পত্রিকার জন্য যে নূতন র‍্যাক তৈয়ার হইয়াছে, তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি তালিকাভুক্ত হইলেও স্থানাভাবে দ্বিতলের হলের মেঝেতে পড়িয়া ছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের নিম্নতলের হলের উত্তর-পশ্চিম দিকে (যেখানে পূর্ব্বে সিঁড়ি ছিল) নূতন আলমারী তৈয়ার হওয়ায় কিছু পুস্তক সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও র‍্যাক অথবা আলমারীর অভাবে বহু বাংলা পুস্তক, সমস্ত ইংরেজী পুস্তক ও ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা সাজাইয়া তালিকাভুক্ত করিতে পারা যাইতেছে না। এ বিষয়ে পরিষদের হিতকামী সদস্য ও অনুরক্ত ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত হন। কারণ, যে অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা কেবল অর্থাভাবে তালিকাভুক্ত করিতে না পারায় সাধারণের গোচরীভূত করিতে পারা যাইতেছে না।

স্থানাভাবে কিছু অপ্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্রিকা ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া বাংলা পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করা হইতেছে। মোট ১৩২২৫ খানি বাংলা পুস্তক তালিকাভুক্ত

হইয়াছে। পুস্তকগুলির নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে; আলোচ্য বর্ষে উহার অ হইতে ন পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত, শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং শ্রীহরিহর মল্লিকের পুস্তকদান উল্লেখযোগ্য। (১) শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত তাঁহার পিতা পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে যে "রমেশচন্দ্র দত্ত সংগ্রহ" পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন, তাহাতে পুনরায় ৩৪১ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। (২) শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পিতার শেষ ইচ্ছানুযায়ী ৭টি আলমারী সমেত প্রায় ১৮০০ পুস্তক ও পত্রিকা দান করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রদিগের ইচ্ছানুযায়ী পুস্তকগুলি "নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত পুস্তক-সংগ্রহ" ছাপযুক্ত হইয়া তালিকাভুক্ত হইলে সাধারণকে পাঠের জন্য দেওয়া হইবে। আলমারীগুলির অবস্থা জীর্ণ হওয়ায় প্রদাতৃগণ সেগুলি ফেরত লইয়া গিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে নূতন আলমারী দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। (৩) শ্রীহরিহর মল্লিক মহাশয়ও ১২৪ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান ও হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা: Keeper, Imperial Records—Bengal in 1756, Vols. I—III; Old Fort William in Bengal, Vols. I—II; Diaries of Streynsham Master, Vols. I—II; শ্রীসজনীকান্ত দাস—Johnson's Dictionary, Vol. II by J. Mendies, 1828; শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী—Government Gazette, 1862; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—Report of the Calcutta School Book Society, 1818 (1st year); Calcutta School Society Manuscript Proceedings (1818—1832); উড়িষ্যাপ্রবাসী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পাল বার্জিনিয়া, ১৮৫৯, ২য় সং; বৃত্রসংহার কাব্য, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১২৮৬; ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং, ১২৮৪; সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক, ২য় সং, ১২৮৭; সুলভ পত্রিকা, ১২৬০, ১ম খণ্ড (১ম—৯ম সংখ্যা), শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত—The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company, 1812; Do, First Report, 1808; Considerations on India Affairs by W. Bolt, 1772; Historical Account of Discoveries and Travels in Asia by W. Murray, Vols. I—III, 1820; History of Hindostan by A. Dow, Vols. I & II, 1770; Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, Vols. I—III by H. Hebers, 1828; Selections from Several Books of the Vaidanta by Rajah Rammohun Roy, 1844; শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও ভ্রাতৃগণ—জীবন-চরিত, ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা-কৃত, ১৮৪৯; বীরবাহু কাব্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, ১২৭১; অন্নদামঙ্গল, ২য় খণ্ড, কৃষ্ণনগর সং, ১৭৬৯ শক; নীতিবোধক ইতিহাস by Rev. W. Adams & N.

Edgeworth, ১৮৪৯; সংগীত মাধুরী, রাম চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি প্রণীত, ১২৫৮; পাঁচালী, ২য় খণ্ড, দাশরথি রায়-কৃত, ১২৬৯; Grammar of the Bengalee Language by A Native, 1850।

ক্রীত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য—

দিগ্দর্শন or A Magazine for Indian Youth, No. 1 of 1818 to No. 16 of 1820; কল্পলতা ও প্রকৃতি, ১২৮৯; সুবোধিনী, ২য় বর্ষ, ১২৯৮; ধর্ম্মসাধন (সাপ্তাহিক) ১ম সংখ্যা হইতে ৩য় ভাগ; বামারচনাবলী, ১২৭৮; কবিতাবলী, ১ম সং, ১২৭৭, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত; জ্ঞানাঞ্জন, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য-কৃত ১৮৩৮; রত্নমতী, ২য় সং; চন্দ্রশেখর, ১ম সং; গীতা—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, ১৮৩৩; পদ্মাবতী নাটক, ১২৮৩; বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, সংবৎ ১৯১১; এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, শক ১৮০০; রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ১ম ভাগ, শক ১৭৯৩; রজতগিরি, ১৩১০; বিদ্ধশালভঞ্জিকা, বঙ্গাব্দ ১৩১০।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগারে পুস্তক বা পত্রিকা উপহার দিয়াছেন।—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। Government Printing, Bengal, ৯। Curator, Dacca Museum, ১০। Central Publicity Office, E. I. Ry, ১১। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১২। Government Museum, Madras, ১৩। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১৪। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৭। বিশ্বভারতী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-গ্রন্থাগার হইতে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রদর্শনীতে ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে বালী সাধারণ পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছিল এবং কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে পরিষদের রমেশ-ভবনের দ্বিতলে যে তিন দিন প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কবির নানা সময়ে লিখিত বিভিন্ন সংস্করণের পুস্তক প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুস্তক-ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে **সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার** নিম্নোক্ত পাঁচ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে,—

১। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৩। রামরাম বসু, ৪। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, এবং ৫। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য চারি আনা মাত্র। এই সমস্ত গ্রন্থের লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় ও ৪র্থ গ্রন্থ দুইখানি কলিকাতা 'সুবর্ণবণিক্ সমাজে'র সম্মতি অনুসারে পরিষদের অক্ষয়কুমার স্মৃতি-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই সমাজের ও ইহার সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে আলোচ্য বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদকতায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র রচিত—১। দেবী চৌধুরাণী, ২। বিষবৃক্ষ, ৩। ইন্দিরা, ৪। যুগলাঙ্গুরীয়, ৫। চন্দ্রশেখর, ৬। রাধারাণী, ৭। রজনী, ৮। রাজসিংহ, ৯। Essays and Letters, ১০। কৃষ্ণচরিত্র, ১১। ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং ১২। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা।

(খ) মধুসূদন দত্তের সমগ্র বাংলা রচনা। মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—১। কাব্য—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী এবং বিবিধ কাব্য। ২। নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা—শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, মায়াকানন ও হেক্‌টর বধ। এই সকল গ্রন্থ দুই খণ্ডে বাঁধানো এবং পৃথক পৃথক কাগজের মলাটেও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর যেরূপ চাহিদা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, অদূরভবিষ্যতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে।

শ্রীমনমোহন সাহা ঝাড়গ্রাম তহবিল হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরিদর্শক হিসাবে এগুলির বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। ঝাড়গ্রামরাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন মহাশয় এই তহবিলের গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে পরিষৎকে বিশেষরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন। পরিষৎ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত স্থির হইয়াছে যে (ক) ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা', এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশ করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে (ক) 'বাংলা পুথির তালিকা' মুদ্রণের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থ সম্পাদক এবং (খ) শ্রীসুধাকান্ত দে-লিখিত রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞানের মুদ্রণকার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই, (গ) 'বঙ্কিম জীবনীর খসড়া' বর্ত্তমান বর্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

পরিশিষ্টে বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত গ্রন্থাবলীর ও গ্রন্থাবলীর আবাধা ফর্ম্মাগুলির হিসাবে প্রদত্ত হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সপ্তচত্বারিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণিভেদে প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল—

(ক) **প্রাচীন সাহিত্য**—১। দেলপূজার ছড়া—শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ২। শিবচরণের গীতপদ—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া।

(খ) **ইতিহাস**—১। কদলী রাজ্য—শ্রীরাজমোহন নাথ, ২। কাশ্মীরি জাতি কি আদিতঃ ইহুদি?—শ্রীবিমলাচরণ দেব, ৩। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ৪। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। প্রগল্‌ভাচার্য্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্পদ—ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। প্রাচীন বাঙ্‌লার শ্রেণীবিভাগ—ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৮। প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চ্চা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, ৯-১১। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ১২। 'বাংলা সাময়িক-পত্র'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ১৪। ভোট-বীর কেসর্-এর কথা—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫। মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৬। মহাদেব আচার্য্যসিংহ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৮। সেকালের সংস্কৃত কলেজ (২-৫)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। হরিদাস তর্কাচার্য্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(গ) দর্শন—১। শব্দ ও অর্থ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য, ২। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী।

(ঘ) বিজ্ঞান—তৈল নিষ্কাষণের আরও কয়েকটি উপায়—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্-গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্-মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে এবং একজন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের দৌহিত্রীকে এবং একজন বৈষ্ণব সাহিত্যিককে এক কালে কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্থাপিত 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে'র টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-শাখার ২টি, ইতিহাস-শাখার ১টি, দর্শন-শাখার ৩টি, বিজ্ঞান-শাখার ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে ঐ সকল শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-প্রদত্ত প্রিয়ম্বদা দেবীর এবং ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত বাণীনাথ নন্দীর চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্ত্তৃপক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুরের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। উহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। চিত্রপ্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্-মন্দির

আলোচ্য বর্ষে, পরিষদ্-মন্দিরের নিম্নতলের হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে র‍্যাক প্রস্তুত হইয়াছে। এই র‍্যাকে পুস্তকালয়ের গ্রন্থাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। পরিষদে যতগুলি আসবাব-পত্র আছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বঙ্কিম-ভবন

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবন সংস্কারের পর প্রতিষ্ঠা-সভায় ঐ ভবন সংরক্ষণের জন্য বঙ্গদেশ-বাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ হইতে ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে। নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের ট্যাক্স আংশিকভাবে রেহাই দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কৃতজ্ঞ। সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের

নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)

২। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)

৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান

৪। সাধারণ তহবিলে দান

৫। হীরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনায় দান

৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান

৭। বিজ্ঞান-শাখার শারদীয়া সম্মিলনে দান

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান

৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের জন্য বহু ন্যাপথলিন, এবং কার্য্যালয়ের জন্য তিনটি ফায়ার কিং দান করিয়াছেন। বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং, দাস এণ্ড কোং, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও শ্রী এইচ. এন. মুখার্জ্জি বহু দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, চট্টগ্রাম, কাশী ও ভাগলপুর-শাখায় নানারূপ অধিবেশনাদি হইয়াছিল। সকল শাখার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এ পর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই বলিয়া এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না।

আয়-ব্যয়

পরিষদের যে আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-সীট) সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষদের আর্থিক অবস্থা ও সম্পত্তির পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তহবিলগুলির পৃথক্ পৃথক্ হিসাব খোলা হইয়াছে, তাহাতে হিসাব রক্ষার কার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে সহকারী সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, এবং সংবৎসরের হিসাবপরিদর্শন-কার্য্যে সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষের ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার বিশেষ অধিবেশনে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়কে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল হইতে "বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামো" বিষয়ে তিনটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরস্কার" দেওয়া হয়। পুরস্কারের অর্থ (১৫০৲) নীহারবাবু পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

(খ) গত ২৯এ অগ্রহায়ণ রবিবার পরিষদের মাসিক অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পুরস্কারস্বরূপ "নারায়ণচন্দ্র মৈত্র পদক" প্রদান করা হয়।

উপসংহার

গত বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল কার্য্য আরব্ধ ও সমাপ্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি দিলাম। পরিষদের যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী বন্ধু আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য দিয়া কার্য্যপরিচালনে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহাদিগকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সহযোগী কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাষায় লিখিবার নহে। তাঁহাদের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে পরিষদের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হইত না। পরিষৎ বর্ত্তমানে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস অনুরূপ সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাইলে অদূরভবিষ্যতে আরও উন্নতি সম্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাবের সহিত এই বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অর্থের অপ্রতুলতা অনেকটা দূর হইয়াছে এবং বর্ষশেষে ঘাটতি ফিরিস্তি দিয়া আমাদিগকে লজ্জা পাইতে হইতেছে না। পরিষদের শুভাশুভ সম্বন্ধে বাংলা দেশের জনসাধারণ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহশীল হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে; তবে এখনও পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এমন আশানুরূপ হয় নাই, যাহাতে চাঁদার টাকাতেই পরিষদের সকল বিভাগের কাজ সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং আমাদিগকে বরাবরের মত পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়। এই জন্য সকল সদস্যের নিকট আমাদের আন্তরিক নিবেদন, তাঁহারা যেন নিয়মিত-চাঁদাদানকারী সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন।

আলোচ্য বর্ষে আমাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড প্রকাশ, সম্পূর্ণ বাংলা মধুসূদন-গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও সাহিত্যসাধক-চরিতমালার উল্লেখ করিতে পারি। পাঠাগার-বিভাগে এতকাল আমরা একটি সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার অভাবে নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম। আলোচ্য বর্ষে উক্ত তালিকা প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, মাসেক কালের মধ্যে এই তালিকা এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। আর দুইটি বিষয়ের উল্লেখে পরিষদের শুভানুধ্যায়িগণ আনন্দিত হইবেন। এতকাল অর্থাভাবে আমরা কর্ম্মচারিগণের বেতন নিয়মিত দিতে পারি নাই। আলোচ্য বর্ষে আমরা দুইজন আজীবন-সদস্যের প্রদত্ত চাঁদার সহায়তায় একটি সাধারণ গচ্ছিত তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর কর্ম্মচারীদের বেতনের অভাব হইলে উক্ত তহবিল হইতে কর্জ্জ করিয়া যথাসময়ে তাঁহাদিগকে বেতন দিতে পারিব। আমরা এই বৎসরে সমস্ত গচ্ছিত তহবিলের হিসাব স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বরাবরের অনুযোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

বিশেষ দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের সহকর্ম্মিগণের মধ্যে দুই জনের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিষৎ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পূর্ব্বে আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিবৃতি লিখিবার কালেই আমাদের অন্যতম সহকর্ম্মী চিত্রশালাধ্যক্ষ গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় পরিষৎ-সংগৃহীত চিত্রগুলি সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত হইয়াছে। পরিষৎ-মন্দিরের বর্ত্তমান সুদৃশ্য রূপসজ্জা তাঁহার শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কলিকাতা বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১০ শ্রাবণ	কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক

পরিশিষ্ট

(ক) শাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা

সাহিত্য-শাখা

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (সভাপতি), শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি সম্পাদক, ও শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা (আহ্বানকারী)।

ইতিহাস-শাখা

পরিষদের সভাপতি (সভাপতি), শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, ও সম্পাদক, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত (আহ্বানকারী)।

দর্শন-শাখা

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য (সভাপতি), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, রেভা: শ্রী এ. দোঁতেন, শ্রীমন্মথমোহন বসু, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু (আহ্বানকারী)।

বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী (সভাপতি), শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীআশুতোষ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পালিত, শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবনবিহারী ঘোষ, শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার, শ্রীনলিনবন্ধু দাস, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

আয়-ব্যয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমণীকান্ত বসু, শ্রীতিনকড়ি বসু, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

ছাপাখানা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামশঙ্কর দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

চিত্রশালা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশি, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস (আহ্বানকারী)।

পুস্তকালয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীশান্তি পাল, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা (আহ্বানকারী)।

(খ) বর্ষশেষে মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর হিসাব

অনাদিমঙ্গল	৫০	চণ্ডীদাস-পদাবলী	৭৮
ইতিকথা	৫০	দুর্গামঙ্গল	১৪
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	৭৮	ধর্ম্মপুরাণ (ময়ূরভট্টের)	১০০
ঋতুসংহারম্	১০	ধর্ম্মপূজাবিধান	১০০
কণারকের বিবরণ	৩৯	নবীন ও প্রাচীন	১০০
কবি হেমচন্দ্র	১৫০	নব্য রসায়নী বিদ্যা	২৭
কালিকামঙ্গল	১০০	নেপালে বাংলা নাটক	৩০
কৌলমার্গ-রহস্য	১০০	পুষ্পবাণবিলাসম্	৮০
উদ্ভিদ জ্ঞান, ১ম	৫১	বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়	৫৯
" ২য়	৫১	বৃন্দাবন কথা	১৫
গঙ্গামঙ্গল	৪০	ভারত ললনা	৪১
গোরক্ষবিজয়	৪৪	বাঙ্গালা ভাষা, ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড	৮
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	৭৭	" " ৪র্থ খণ্ড	৮৫
গ্রহগণিত	৫০	মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা	৫০
গৌরপদতরঙ্গিণী	২২৭	মনোবিজ্ঞান	৬০

মন্দিরা	৫০
মহাভারত (আদি)	৬৯
মাথুর কথা	১৬০
মৃগলুব্ধ	৩০
মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৩০
রসকদম্ব	৭৯
সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম, ১ম	১২
" ২য়	১২
" ৩য়	১২
লেখমালানুক্রমণী	১০১
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৬
শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৭০
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	৪৯
সংকীর্ত্তনামৃত	৫০
সদ্ধর্মসম্বাদিনী	৪৮
সারদামঙ্গল	৫০
সৌন্দর্য্যতত্ত্ব	৪০
আনন্দমঠ	৭৭৭
ইন্দিরা	১৮৬
কপালকুণ্ডলা	৭৪৬
কমলাকান্ত	৭৬৬
কৃষ্ণকান্তের উইল	৮১
গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক	৩৪২
চন্দ্রশেখর	২০২
দুর্গেশনন্দিনী	৭৬৪
দেবী চৌধুরাণী	১১১
বিজ্ঞান-রহস্য	৭৯৩
বিবিধ প্রবন্ধ	৮২৫
বিষবৃক্ষ	১৯৫
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	৩০০
মৃণালিনী	৮১৬
যুগলাঙ্গুরীয়	১৮৭
রাজসিংহ	১৬০
রাধারাণী	১২৪
লোকরহস্য	৩২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৫৯
সাম্য	৭৮৯
সীতারাম	১১২
রজনী	১৫৪
আলালের ঘরের দুলাল	৩০২
কালীপ্রসন্ন সিংহ	২৫১
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	৩৪৯
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য	২৮০
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী	১৪৯
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১২৭
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	৫১
ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড	২৫২
" ২য় "	৭৩
" ৩য় "	৭৯
" ৪র্থ "	৭২
" ৫ম "	৭৬
পদকল্পতরু, ২য় ভাগ	১৮৪
" ৩য় "	১৪৮
" ৪র্থ "	১৮০
" ৫ম "	২২৬
পরিষৎ-পরিচয়	২২০
প্যারীচাঁদ মিত্র	৫৩
বিবিধ—কাব্য	১৪৩
বীরাঙ্গনা কাব্য	১৮৬
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	১২৪
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৪
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	২০৬
রামনারায়ণ তর্করত্ন	২১৮
রামরাম বসু	২৫০
শ্রীভাষ্য, ৩য় খণ্ড	২০
" ৪র্থ "	২০
" ৫ম "	৩০

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, ৩য় খণ্ড	৫০
	৫০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম	৩০৪
" " ২য়	৫২
" " ৩য়	১৬২
মেঘনাদবধ কাব্য	১৮৮
একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৪৪
পদ্মাবতী নাটক	১৪৫
হেক্টর-বধ	১৪২
হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা ১ম (কাগজে)	৮৬
" " কাপড়ে	২২
" ২য় "	৭০
Catalogue of Sans. Mss.	১১৮
Museum Catalogue	৫০
Rabindranath	৪১
Des. List of Sculptures & Coins	৫৫
Rajmohan's Wife	১৮৬
Essays and Letters	১৯১
Letters on Hinduism	১৮৭
মধুসূদন গ্রন্থাবলী (রাজ সং) ১ম, কাব্য	১৩
" সাধারণ সং	৪৯
বঙ্কিম-গ্রন্থ, বিশিষ্ট ১ম	৮৩
" ২য়	১১২
" ৩য়	১১৩
" ৪র্থ	১৫
" ৫ম, Eng.	২২
" ৬ষ্ঠ	২৫
" ৭ম	৩১
রাজ সং ১ম	৭
" ২য়	৩
" ৩য়	৩
" ৪র্থ	৫
" ৫ম, Eng.	৬
.. ৬ষ্ঠ	৬
৭ম	৮
জ্ঞানসাগর	৩৮
তীর্থমঙ্গল	৯০

(গ) বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ফর্ম্মার হিসাব

গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
কপালকুণ্ডলা	১৪৫	৭৮৬
সাম্য	১৫০	৮০০
বিজ্ঞান-রহস্য	১৫০	৭৯৮
আনন্দমঠ	১৫০	৯০০
দুর্গেশনন্দিনী	১৪০	৭২৫
কমলাকান্ত	১৫০	৭৯৯
মৃণালিনী	১৪৮	৮০০
বিবিধ প্রবন্ধ	১৫০	৭৯৯
লোকরহস্য	৫০	৩০০
গদ্যপদ্য	৫০	৩০০
মুচিরাম গুড়	৫০	৩০০
দেবী চৌধুরাণী	৫০	৪০০
সীতারাম	৫০	৬৫০
কৃষ্ণকান্তের উইল	৪৭	৬৪৯
Rajmohan's Wife	১৪৯	৬০০
Letters on Hinduism	৪৯	৬০০
রজনী	৪৯	৬০০

গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
রাধারাণী	৪৯	৬০০	বিষবৃক্ষ	৫০	৬০০
রাজসিংহ	৪৯	৫৯৭	চন্দ্রশেখর	৫০	৬০০
Essays & Letters	৪৯	৬০০	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১০০	৭০০
ইন্দিরা	৫০	৬০০	বঙ্গীয় নাটশালার ইতিহাস	—	৩৬৬
যুগলাঙ্গুরীয়	৫০	৬০০			

(ঘ) বর্ষশেষে আসবাব-পত্রাদির হিসাব

টেবিল	২৬	কাউণ্টার	২
চেয়ার	৩৯	ক্যাম্প চেয়ার	১
বেঞ্চ	৫৬	বাক্স	১৬
আলমারি—গ্লাসকেস	১০৪	মুদ্রাধার	২
কাঠের আলমারী	৯	ইজেল	২
সিলিং আলমারী	১	বক্তৃতা-মঞ্চ	১
শো-কেস	৭	Letter Printing Machine	১
র্যাক	৩৬	মূর্ত্তির পাদপীঠ	২৬
হোয়াটনট	১	ফায়ার কিং	৩
ষ্ট্যাণ্ড	৬	ঘড়ি	২
টুল	১০	সিলিং ফ্যান	১৬
সিঁড়ি	১০	টেবিল ফ্যান	৩
লোহার সিন্দুক	২		৩৮৫
ব্ল্যাক-বোর্ড	৩		

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক ক

বর্ত্তমান ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনপঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। গত অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষমধ্যে মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, এবং ২। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৬	...	৫
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৬	...	১৭
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৭	...	৫
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮০৯	...	৮৩১
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১২	...	২০
		৮৫০		৮৭৮

(ক) আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৫ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৪। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং ৫। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) **আজীবন-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৬ স্থলে ১৭ হইয়াছে। আজীবন-সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্‌টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্‌টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্‌টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্‌টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

(গ) **অধ্যাপক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে ৭ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে বর্ষমধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং নিশিকান্ত বিদ্যারত্ন পরলোক গমন করিয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৫ হইয়াছে।—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, ৪। শ্রীঅমূল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, এবং ৫। শ্রীঅবনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

(ঘ) **মৌলভী সদস্য**—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) **সাধারণ-সদস্য**—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮০৯ ছিল। বর্ষমধ্যে ২ জন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ৯ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বহু দিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় ৭০ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১২২ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ১৮ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ সদস্যের সংখ্যা ৮৩১ হইয়াছে।

(চ) **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষারম্ভে ১২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ৩ জন নূতন সহায়ক-সদস্য এবং ৬ জন পুরাতন সদস্য পুনর্নির্ব্বাচিত হন। অন্যতম সহায়ক-সদস্য গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ২০ ছিল। ইঁহাদের মধ্যে এই বার্ষিক অধিবেশনের দিনে পুরাতন ৪ জন সদস্যের স্থিতিকাল ফুরাইল।

পরলোকগত বান্ধব ও সদস্যগণ

বান্ধব—মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর।

বিশিষ্ট-সদস্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অধ্যাপক-সদস্য—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও নিশিকান্ত বিদ্যারত্ন।

সাধারণ সদস্য—১। জহরলাল পোদ্দার, ২। দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, ৩। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ৪। পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়, ৫। প্রবোধচন্দ্র বসু, ৬। বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮। যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং ৯। শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ।

এই বান্ধব এবং সদস্যগণের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরিষদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

১। বান্ধব—মহারাজাধিরাজ স্যর **বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর** গত ১৩২১ বঙ্গাব্দে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া পরিষদের বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন। বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক-রূপে বর্দ্ধমান-রাজগণের খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ। ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন একটি বিরাট্ সাহিত্য-যজ্ঞরূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—এই সম্মিলনে বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবিগণের যে বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। তিনি স্বয়ং এই সম্মিলনের সাফল্যের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি ১৩২২।২৩।২৪।২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তিনি পরিষদের বহু অনুষ্ঠানে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষভাবে সংবর্দ্ধনা করা হয়।

২। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**—পরিষদের এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববিশ্রুত পুরুষের কীর্ত্তিকথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। পরিষদের জন্মের ও বাল্য-জীবনের ইতিহাসের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৩০১ বঙ্গাব্দে পরিষদের জন্ম। সেই বৎসর হইতে আমরণ তিনি পরিষদের সদস্য ছিলেন। প্রথম বৎসরের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে পরিষদের সভাপতি হন রমেশচন্দ্র দত্ত ও সহকারী সভাপতি হন নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ। তৎপরে ১৩০২।৩।৮।১২।১৩।১৪।১৫।১৬ ও ১৩২৪ এই দশ বৎসর তিনি ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন। একাধিকবার পরিষদের সভাপতিপদ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ পদের গুরুভার বহনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথম কয় বৎসর তিনি পারিভাষিক-সমিতি, ভৌগোলিক পরিভাষা-সমিতি, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রণালীর সংশোধনার্থ শিক্ষা-সমিতি, ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতি, প্রাচীন শব্দ-সমিতি ও প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গলার প্রচলন বিষয়ে আলোচনা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে ২৫এ চৈত্র তিনি বাঙ্গলার জাতীয়-সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গ্রাম্য সাহিত্য, মেয়েলি ছড়া, বাঙ্গলা শব্দ-দ্বৈত, বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাঙ্গলা কৃৎ ও তদ্ধিত ও শব্দ-চয়ন নামক প্রবন্ধগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩০২ বঙ্গাব্দে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু সে সময় উক্ত পদাবলীর বিশুদ্ধ প্রাচীন পুথি সংগৃহীত না হওয়ায় এবং অন্যত্র (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের) ঐ পদাবলী প্রকাশিত হওয়ায় সাময়িকভাবে এই সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। ১৩১১।১৭ চৈত্র তিনি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ছাত্রগণকে সাহিত্য-

পরিষদের সম্পর্কে স্বদেশসেবার্থ আহ্বান করিয়া "ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিষৎ গ্রে ষ্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে স্থাপিত হয়, তদবধি ১৩০৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সেই ভবনেই উহা অবস্থিত ছিল। ঐ বৎসরের শেষে ৩রা ফাল্গুন শিশু-পরিষৎকে ধাত্রীক্রোড় হইতে বাহির করিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচরণের স্বাধীনতা দিবার জন্য যে একাদশ জন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাদের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয় এবং তৎপরদিবসই (৪ঠা ফাল্গুন) ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরিষৎ স্থানান্তরিত হয়। এই স্থান-পরিবর্ত্তনের কাজে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরে সভ্যগণের চেষ্টায় ও বহু সহৃদয় দাতার অর্থানুকূল্যে বর্ত্তমান পরিষদ্ মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ইহার অন্যতম ন্যাসরক্ষক হন। ১৩১৮।১৪ই মাঘ টাউন হলে তাঁহার একপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে পরিষৎ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাকে পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে অপূর্ব্ব অভিনন্দন-পত্র দান করেন, তাহা আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সংবর্দ্ধনাই স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহার প্রথম সংবর্দ্ধনা। তিনি বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ১৩২৮।১৯ ভাদ্র তাঁহাকে দ্বিতীয় বার সংবর্দ্ধনা করা হয় ও অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ৯ই পৌষ টাউন হলে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হয়, তাহাতেও পরিষৎ তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দান করেন এবং তদুপলক্ষে ১৩ই পৌষ পরিষদ্ মন্দিরে তাঁহাকে সান্ধ্য সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। ১৩৪২।২৯এ বৈশাখ তিনি পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে পরিষদ্ মন্দিরে সান্ধ্য সম্মিলনে সংবর্দ্ধনা করা হয়। ১৩২১, ৫ ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে পরিষৎ হইতে যে সংবর্দ্ধনা করা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন, তাহার ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্য অননুকরণীয়। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ পরিষদের বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিতে বাণী প্রেরণ করিয়া সর্ব্বদাই কর্ম্মিগণকে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন।

৩। অধ্যাপক-সদস্য—মহামহোপাধ্যায় **ফণিভূষণ তর্কবাগীশ** মহাশয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাহার বহু পূর্ব্বে তিনি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে পরিষদ্-গ্রন্থ 'ন্যায়দর্শন' মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি দিয়া প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থ ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়, শেষ খণ্ড ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৩৩৭।৪১।৪৪—৪৮, এই ৭ বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও উল্লেখযোগ্য সকল বাঙ্গলা গ্রন্থের নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি পরিষদের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

(ক) রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর—ইনি এক সময়ে পরিষদের উৎসাহী সদস্য ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন ও এক সময়ে ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন।

(খ) সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ—এক সময়ে ইনিও পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন।—১০ই শ্রাবণ। সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের অভিভাষণের পর, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর অন্যতম কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত রায় জলধর সেন বাহাদুরের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, আয়-ব্যয়-বিবরণ এবং সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১। ২৭ ভাদ্র। (ক) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ" এবং (খ) শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "কাশীদাসী মহাভারতের একখানি নবাবিষ্কৃত পুথি" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২। ১৬ই কার্ত্তিক—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাংলা পুথি" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৩। ২১ অগ্রহায়ণ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৪। ২৩ ফাল্গুন—নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত ৩৬(ক) নিয়ম পরিবর্ত্তন হয় ও শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কোন প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই।

৫। ১৪ই চৈত্র—নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন হয়। কোন প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই

(গ) **বার্ষিক স্মৃতিসভা**—১। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ডক্টর শ্রীপঞ্চানন

নিয়োগীর সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমাখনলাল সেন, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীগণপতি সরকার, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ই আষাঢ় রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের চতুরধিকশততম জন্মদিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার বক্তৃতা করেন। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'কমলাকান্ত' হইতে আবৃত্তি করেন। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল 'বন্দে মাতরম্' গান করেন।

৩। মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-পূজা—বর্ত্তমান বর্ষের ১৪ আষাঢ় সোমবার প্রাতে মাননীয় শ্রীসন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে সাহিত্যসেবিগণের এক সভা হয়। খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, বালী সাধারণ পাঠাগার, হেমচন্দ্র পাঠশালা, ওয়াই. এম. সি. এ. বিতর্ক-সভা, বঙ্গভাষা-প্রচার সমিতি, দিনাজপুর-সম্মিলনী প্রভৃতি সভা-সমিতির সভ্যগণ সমবেত হন। সভাপতি, পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এবং শ্রীসন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে কবি শ্রীসজনীকান্ত দাসের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবন হলে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ও শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কিছু আবৃত্তি করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—২০এ ভাদ্র, শনিবার—রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আচার্য্য স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসুর প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলে পর স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসুনীল রায় কবির রচিত গান করেন এবং শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ও সভাপতি বক্তৃতা করেন, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীঅমল হোম ও শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর কবির রচনা আবৃত্তি করেন।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—১। ২৯এ অগ্রহায়ণ, সোমবার রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার-বিতরণ-সভা—এই অধিবেশনে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত "ইতিহাস ও ঐতিহ্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। ১৩ই চৈত্র, শনিবার। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী "তন্ত্র ও বাংলা" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা' করেন।

(চ) **ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা**—পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতা এবং বক্তৃতাকালে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে;

কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৭ই ভাদ্র রবিবার ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী "কয়লা হইতে পেট্রল ও কেরোসিন উৎপাদন" বিষয়ে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন। আহ্বানকারী ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ এবং শাখার সভ্যগণের সহযোগিতায় গত পূজার পূর্ব্বে বিজ্ঞান-শাখার একটি প্রীতি-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ের জন্য এই আয়োজন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

প্রফুল্ল-জয়ন্তী ও প্রমথ-জয়ন্তী

আলোচ্য বর্ষে ১৭ই শ্রাবণ সিনেট হলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জয়ন্তী-উৎসবে এবং ২০এ ভাদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী-সভায় পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার মান-পত্র প্রদান করেন।

উনপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব

১১ই শ্রাবণ ১৩৪৮, (২৭এ জুলাই ১৯৪১), রবিবার—অপরাহ্ণ ৪৷৷০টায় পরিষদের রমেশ-ভবনের হলে উনপঞ্চাশৎ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সংক্রান্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি এই উৎসবে নেতৃত্ব করেন। এই উপলক্ষে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, সভাপতি কর্ত্তৃক ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইলে পর গানের জলসা বসে। প্রথমেই রাওয়ালপিণ্ডীনিবাসী ওস্তাদ ফিরোজ খাঁ তবলা-লহরা বাজান। পরে অনাথ বসুর ঠুংরী, শ্রীমতী গৌরী মিত্রের ভজন, ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁর সেতার, কুমার শচীন দেববর্ম্মনের বাংলা গান, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুরের) রসকথা এবং শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন সকলকে মুগ্ধ করে। ইঁহাদের সকলের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। এই উৎসব সংক্রান্ত সঙ্গীতাদির আয়োজনের ভার শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাগত সভ্যবৃন্দের জলযোগের ব্যবস্থার ভার শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে এবং তাঁহার কতিপয় উৎসাহী সহকারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষৎ ইঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে পরিষদের যে সকল সহৃদয় ও হিতৈষী বন্ধু গ্রন্থাদি বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া এই উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। অর্থ ও উপহারদাতৃগণের নাম ও প্রাপ্ত উপহারের বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য বর্ষের প্রথম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা-উৎসব সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনায় অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

গত বর্ষের সঙ্কল্প অনুসারে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী রমেশ-ভবনের পশ্চিম দিকের প্রাচীর-গাত্রে স্বর্গগত মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের রমেশ-ভবনের ভূমিদানবিষয়ক উৎকীর্ণ মর্ম্মরফলক স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাব-বশতঃ গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ও পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী রমেশ-ভবনে রাখিতে হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষেও সাজাইবার এবং প্রদর্শনযোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত রমেশ-ভবনের নীচের তলার পশ্চিম দিকের বারান্দাটি সরকার কর্ত্তৃক বিমান-আক্রমণকালের আশ্রয়স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে। এ জন্য পরিষৎকে সাময়িক কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

(ক) প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্তা সুধারাণী দেবী, শ্রীবগলাচরণ গুহ, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত।

(খ) শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত প্রাচীন মৃৎশিল্পের নমুনা। শ্রীসত্যব্রত সান্যাল, শ্রীঅমল হোম ও শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়-প্রদত্ত সাহিত্যসেবিগণের প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ও হস্তাক্ষর।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার; **সহকারী সভাপতি**—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (পরলোকগমন করিলে) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত; **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরলোকগমন করিলে) শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রীমদনমোহন সাহা; **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর; **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

১। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ২। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৬। রেভারেণ্ড শ্রী এ দোঁতেন, এস্-জে, ৭। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, ৮। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৭। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৮। শ্রীশান্তি পাল, ১৯। শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, ২০। শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায়, ২১। শ্রীমনীষিনাথ বসু, সরস্বতী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৬। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২৭। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

গত বার্ষিক অধিবেশনে যে একজন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন স্থগিত ছিল, সেই স্থলে শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাসকে নির্ব্বাচিত করা হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির দশটি সাধারণ অধিবেশন হয় এবং একবার সার্কুলার দ্বারা সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হয়।

সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হয়।

(১) পরিষদের দলিলগুলি লয়েড্স্ ব্যাঙ্কের Safe Custody-তে রাখা হইয়াছে।

(২) Historical Records Commision-এর গবেষণা ও প্রকাশ-বিভাগে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

(৩) ২১এ—২৩এ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে হায়দ্রাবাদে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেসে যোগদানের জন্য কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় ও অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

(৪) অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে মহাবোধি-সোসাইটির সুবর্ণ-জুবিলি উৎসবে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল।

(৫) ১৯৪২, ২রা ফেব্রুয়ারি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের প্রাচীন পুথি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

(৬) বর্ত্তমান সাময়িক অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ লইবার সময় না থাকিলে পরিষদের কার্য্যপরিচালন সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্পাদকের উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

(৭) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয় সমিতি, ৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১০। প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমিতি।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে দশখানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বসঞ্চিত পত্ররাশির মধ্য হইতে দুইখানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় বর্ষশেষে এক মোড়ক পুথি উপহার দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে তাহা বাছাই করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। উপহারদাতার নাম ও উপহৃত পুথির সংখ্যা এই,—৺বীরেন্দ্রনাথ মিত্র (৫ খানি), শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ (২ খানি), শ্রীব্রজেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য (১ খানি), শ্রীত্রিদিবনাথ রায় (১ খানি), শ্রীলক্ষ্মীচরণ দাশগুপ্ত (১ খানি)। উপরোক্ত বাঙ্গলা পুথি ১০ খানি এবং পত্ররাশির মধ্য হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুথি ২ খানি, সাকল্যে ১২ খানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—৩২৩৭	অসমীয়া পুথি	—৩
সংস্কৃত „	—২৩২৫	ওড়িয়া „	—৪
তিব্বতী „	— ২৪৪	হিন্দী „	—২
ফার্সী „	— ১৩		
			৫৮২৮

আলোচ্য বর্ষে ২১১ খানা পুথিতে খেরো লাগান হইয়াছে এবং ২৫১ খানা পুথি ফিতা দিয়া বাঁধা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এবং অন্যান্য অনেক সদস্য পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া বহু দুষ্প্রাপ্য পুথি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এইরূপ পর্য্যালোচিত পুথির সংখ্যা দুই শত আটখানা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেও নানা ভাবে পরিষদের পুথি আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনার আংশিক ফল প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে জানা গিয়াছে যে, পরিষদের বাংলা পুথির মধ্যে ১৫ সংখ্যক আদিহীন খণ্ডিত পুথিখানিই বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের সংগৃহীত পুথির প্রধান অংশ—ইহারই প্রারম্ভাংশে বহু সংশয়-বিজড়িত, সাহিত্যিক-সমাজে সুপরিচিত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ বিদ্যমান ছিল—মূল পুথি হইতে বিচ্ছিন্ন প্রারম্ভাংশ সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ৪৯, পৃঃ ২৫০ প্রভৃতি)। আরও জানা গিয়াছে যে, পরিষৎ-সংগৃহীত 'শ্রুতবোধ' নামক ৮৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথিখানি ভরত-প্রণীত গ্রন্থসমূহের উপলভ্যমান প্রতিলিপির মধ্যে প্রাচীনতম (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮।১৯৬, পাদটীকা ৯)। এতদ্ব্যতীত পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী আলোচ্য বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরিষদের বাংলা পুথিসংগ্রহের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত বাংলা

প্রাচীন পুথির বিবরণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনে পরিষদের পুথির সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নবদ্বীপের 'হরিবোল-কুটীর' হইতে প্রকাশিত কবিকর্ণপূরের কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কাবশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে আলোচ্য বর্ষের শেষে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য ১৫৭ খানি বাংলা ও ১০৭ খানি সংস্কৃত পুথি পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কাসিমবাজার-ভবনে সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার

গত বৎসর ১৩২২৫ খানি বাংলা পুস্তক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং পুস্তকগুলির নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা অ হইতে ন পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে প হইতে হ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ হওয়ায় পুস্তকতালিকার ১ম খণ্ড বাহির হইয়াছে এবং আরও নূতন ৫০০০ পুস্তকের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক একটি তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে। অর্থাভাবে সেগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে না। এ বিষয়ে পরিষদের হিতকামী সদস্য ও অনুরক্ত ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত হন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে গাইকোয়াড় বাহাদুরের ৭৩ খানি, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্নের ৩২ খানি ও রায় শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের ১১৪ খানি পুস্তক দান ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা—শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল—(১) উদ্ভট চন্দ্রিকা, ১৮৯৯; (২) পত্রের ধারা, ১৮৪৫; (৩) বত্রিশ সিংহাসন, ১৮১৮; (৪) বহুদর্শন, ১৮২৬; (৫) হিতোপদেশ, ১৮২১; (৬) Introduction to Bengali Language; (৭) জ্যামিতি (রামকমল ভট্টাচার্য্য) ১৮৬২; (৮) সংবাদ প্রভাকর, ১৮৪৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) সত্যনারায়ণ ব্রতকথা (ঈশ্বর গুপ্ত), ১ম সং। শ্রীসজনীকান্ত দাস (১) রজনী, ১২৮৪। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—(১) চাণক্য সার সংগ্রহ, (২) চাণক্য শ্লোক ভাষা কথনং। শ্রীসুবলকৃষ্ণ বসু—বিবাদার্ণবসেতুঃ। শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য—(১) প্রবোধচন্দ্রিকা, ১৮৬২; (২) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্, ১৮১১, লণ্ডন সং।

ক্রীত পুস্তক-পত্রিকার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য—

১। কাদম্বরী (তারাশঙ্কর) ১ম সং, ১৮৫৪, ২। বিসর্জ্জন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১ম সং; ৩। পদ্মাবতী (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) ১৭৯৪ শক; ৪। খগোল (মধুসূদন মুখোপাধ্যায়) ১৮৩৩; ৫। Dictionary in English and Bengalee, Vol. II (Ram Comul Sen) 1834; Papers relating to Peary Chand Mittra; উত্তররামচরিতম্, ১৮৭২; The Asiatic Journal and Monthly Register, Jan.

to Dec. 1832 ; Jan. to Aug. 1833 ; Jan. to Aug. 1834 ; Jan., March, April, Sept. to Dec. 1840 ; Jan. to Dec. 1841 ; Jan. to Dec. 1842 ; Jan. to April 1843.

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। Government Printing, Bengal, ৯। Curator, Dacca Museum, ১০। Culture Publishers, ১১। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১২। Government Museum, Madras, ১৩। Curator, Prince of Wales Museum. Bombay, ১৪। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬। বিশ্বভারতী, ১৭। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৮। ইউ. এন. ধর এণ্ড কোং, ১৯। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, এবং ২০। মিত্র ঘোষ এণ্ড কোং।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ৬৫০ দান করিয়াছেন। পরিষৎ এই দানের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমান অবস্থার জন্য গ্রন্থাগারের বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকা কাসিমবাজার-রাজভবনে সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে **সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার** নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—
১। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৩। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ৪। অক্ষয়কুমার দত্ত, ৫। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৬। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ৭। উইলিয়ম কেরী এবং ৮। রামমোহন রায়।

ইহাদের মধ্যে 'উইলিয়ম কেরী' শ্রীসজনীকান্ত দাস-প্রণীত এবং বাকিগুলি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত। এই পর্য্যন্ত এই গ্রন্থমালার ১৬শ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই ১৬ খানি পুস্তকের জন্য লেখকদ্বয় পরিষদের নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক লন নাই।

এই চরিতমালার চাহিদা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে এবং অগৌণে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করিতে হইবে।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় উহার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে যে ভাবে টীকা-টিপ্পনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এই দ্বিতীয় খণ্ডেও তদ্রূপ প্রচুর টীকা-টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই খণ্ডের জন্য তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক অন্যূন চারি শত টাকা পরিষৎকে দান করিয়াছেন। লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে, এই খণ্ডও ঐ তহবিল হইতেই মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত থাকায় উহার তৃতীয় সংস্করণ বর্ত্তমান বর্ষে প্রকাশ করা হইল। সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এই সংস্করণে বহু নূতন টীকা দিয়াছেন এবং পাঠ সংশোধন করিয়াছেন।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়—প্রকাশের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে সম্ভব হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ রচনা 'বিবিধ' নামে আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী ও মধুসূদনের গ্রন্থাবলী দেশে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই দুই গ্রন্থাবলী বিক্রয়দ্বারা কিঞ্চিদধিক ৫০০০৲ পাওয়া গিয়াছে এবং দেনাপাওনা মিটাইয়া এক্ষণে এই তহবিলে ১২০০৲ উদ্বৃত্ত আছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে এবং ঝাড়গ্রামরাজের পক্ষে শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের অনুমোদনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্যও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর-গ্রন্থাবলী—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—পরিষদের হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিলের অর্থে হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বর্ষশেষে পরিষদের গ্রন্থাবলীর মজুত সংখ্যা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। শ্রীতিনকড়ি বসু গ্রন্থাবলীর স্টক প্রস্তুত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। বিগত বর্ষে যে সকল গ্রন্থ অপহৃত হইয়াছিল, তাহার সামান্য অংশ পুলিসের চেষ্টায় উদ্ধার পাইয়াছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিষদের দারবান অপরাধ স্বীকার করায় আদালত হইতে মুচলেকা দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অষ্টচত্বারিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

প্রাচীন সাহিত্য—১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাংলা পুথি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ২। বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৩। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। ভুসুকু—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৫। রামকৃষ্ণের

শিবায়ন—শ্রীপাঁচুগোপাল রায়, ৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কয়েকটি পাঠবিচার—ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌।

ইতিহাস—১। কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২। গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ—ঐ, ৩। জগদীশ পঞ্চানন—ঐ, ৪। প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা—ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট-রাজবংশ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দর্শন—১। ইতিহাস ও ঐতিহ্য—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। সর্ব্বজ্ঞ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য ৭২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা খরিদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্‌ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, এবং এক জন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে এককালে কিছু সাহায্য করা

হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্থাপিত 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে'র টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

শাখা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-শাখার ১টি, ইতিহাস-শাখার ১টি, দর্শন-শাখার ১টি, বিজ্ঞান-শাখার ২টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আয়-ব্যয়-সমিতির ১২টি, ছাপাখানা-সমিতির ৪টি এবং পুস্তকালয়-সমিতির ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। চিত্রশালা-সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে ঐ সকল শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা এবং শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু যথাক্রমে আয়-ব্যয়, ছাপাখানা, পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

পরিষদের ৩৬(ক) সংখ্যক নিয়মের "সদস্যগণের নিকট নির্ব্বাচন-পত্র পাঠাইবার সময় ডাকঘর হইতে উক্ত নির্ব্বাচন-পত্র পাঠাইয়া সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং লওয়া হইবে"—এই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ২৩।১১।৪৮ তাং মাসিক অধিবেশন।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু তাঁহার অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। শিল্পী আট দিন কবির সম্মুখে বসিয়া এই চিত্র আঁকিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। চিত্রপ্রদাতার নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় ন্যায়বাগীশের স্মৃতি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের নিম্নতলের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি রাজসরকারের অনুরোধে এ. আর. পি. বিভাগের এক শাখা-কার্য্যালয়রূপে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। ঘরটির চতুর্দ্দিকে সরকার কর্ত্তৃক আবশ্যক মত প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিষদের কতকগুলি আসবাবপত্রও এ. আর. পি.র ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। পরিষদে যতগুলি আসবাবপত্র আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী স্বব্যয়ে পরিষদ্ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে স্বর্গত মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিষদের জন্য ভূমি দানের বিষয় মর্ম্মর প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করাইয়া স্থাপিত করাইয়া দিয়াছেন।

বঙ্কিম-ভবন

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমভবন সংস্কারের পর প্রতিষ্ঠা-সভায় ঐ ভবন সংরক্ষণের জন্য বঙ্গদেশ-বাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ হইতে এ পর্য্যন্ত ৬০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের ট্যাক্স আংশিকভাবে রেহাই দিয়াছেন, এই জন্য পরিষৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কৃতজ্ঞ। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র এই কার্য্য তত্ত্বাবধান করায় তাঁহার নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের অল্পবিস্তর সংস্কারকার্য্য হইয়াছে। সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রস্তাবমত বঙ্কিম-ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

১। বঙ্গীয় রাজসকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)

২। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)

৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান।

৪। আজীবন-সদস্যের চাঁদা।

৫। সাধারণ তহবিলে দান।

৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান। (১৩১৮।১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত)

৭। রবীন্দ্র স্মৃতি-সভার জন্য দান।

৮। বিজ্ঞান-শাখার প্রীতি-সম্মিলনের জন্য দান।

৯। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান।

১০। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স দান করিয়াছেন। দাস এণ্ড কোং এবং শ্রীনরেন্দ্র-নাথ শেঠ দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে রাঁচীর হিনুতে এবং হাওড়া-শিবপুরে নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, চট্টগ্রাম, কাশী ও ভাগলপুর-শাখায় নানারূপ অধিবেশনাদি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও তিন স্থানে শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আলোচনাধীন রহিয়াছে।

আয়-ব্যয়

পরিষদের যে আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষদের আর্থিক অবস্থা ও সম্পত্তির পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্বৃত্ত-পত্রে একটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। নৈহাটী কাঁটালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবন (বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা) পরিষদের সম্পত্তি। উদ্বৃত্ত-পত্রে ইহার উল্লেখ নাই; আগামী বর্ষে যথারীতি উহার উল্লেখ থাকিবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলে অনেক সদস্য স্থান ত্যাগ করিয়া পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন, এই জন্য পরিষদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সম্পাদক যত দূর সম্ভব, আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তহবিলগুলির পৃথক্ পৃথক্ হিসাব খোলা হইয়াছে, তাহাতে হিসাব রক্ষার কার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে সহকারী সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, এবং সংবৎসরের হিসাবপরিদর্শন-কার্য্যে

সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদককে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষের ২৯এ অগ্রহায়ণ শনিবার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিতহবিলের সর্ত্ত অনুসারে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস বিষয়ে রচনার জন্য রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হন। তাঁহার প্রাপ্য রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কারের টাকা তিনি পরিষৎকে দান করেন। সর্ত্তানুসারে পুরস্কারবিতরণী সভায় তিনি "ইতিহাস ও ঐতিহ্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(খ) গত ১৪ই চৈত্র শনিবার পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী "তন্ত্র ও বাংলা" বিষয়ে প্রথম "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা" করেন। এই বক্তৃতার জন্য তাঁহার প্রাপ্য দেড় শত টাকা তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

এই সকল অর্থ দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

উপসংহার

দেখিতে দেখিতে পরিষদের ইতিহাসে আর একটি বৎসর অতীত হইল। নানা অনুকূল ও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আগামী বৎসরের শেষে পরিষদের বয়স ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ হইবে। ইংরেজী মতে তখন পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। বঙ্গদেশে কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এত দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পরিষদের কাহিনী একটি স্মরণীয় অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে। কিন্তু গত বর্ষের শেষার্দ্ধ হইতে বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ বঙ্গদেশের উপর যে করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র সাধারণের চাঁদার সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা—বিশেষতঃ কার্য্যকরী অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, তাহা পরিষদের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তৃগণ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছেন। আনন্দের সহিত এবং কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের সহৃদয় সদস্য এবং পৃষ্ঠপোষকগণ সাময়িক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও চাঁদা ও অন্যান্য সাহায্য দান করিয়া পরিষৎকে আজিও সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং কর্ম্মচারিগণও বিশেষ উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত পরিষদের কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছেন।

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা প্রকাশের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ২য় খণ্ডের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র তৃতীয় সংস্করণ এবং সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৮ খানি পুস্তকও এই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের পুস্তকতালিকার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা আলোচ্য বর্ষে সাড়ে ছয় হাজার টাকার উপর পরিষদের প্রাপ্তি হইয়াছে—পরিষদের জন্মাবধি এক বৎসরে এত টাকার গ্রন্থ বিক্রয় কখনও হয় নাই। বর্ষশেষে পরিষদের বাজার-দেনা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সকল বিবরণ যদিও উৎসাহব্যঞ্জক, তথাপি সম্মুখে যে ঘোরতর দুর্দ্দিন আসিতেছে, তাহার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সেই দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হইবে—নূতন সদস্য সংগ্রহের দ্বারা ইহার বল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই জন্য পরিষদের প্রত্যেক হিতৈষী সদস্যকে অন্ততঃ একজন করিয়া সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই সুযোগে আগামী বৎসরে পরিষদের জয়ন্তী-উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাকর্ত্তব্য পালনে বঙ্গবাসীমাত্রই এখন হইতে অবহিত হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৯, ৯ শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

পরিশিষ্ট

(ক) শাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা

সাহিত্য-শাখা

শ্রীসজনীকান্ত দাস (সভাপতি), শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা (আহ্বানকারী)।

ইতিহাস-শাখা

পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীকল্যাণকুমার বসু, শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত (আহ্বানকারী)।

দর্শন-শাখা

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু (আহ্বানকারী)।

বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ (সভাপতি), শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমেঘনাদ সাহা, শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীআশুতোষ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পালিত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীবনবিহারী ঘোষ, শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার, শ্রীসরোজকুমার চক্রবর্ত্তী, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (আহ্বানকারী)।

আয়-ব্যয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, শ্রীরমণীকান্ত বসু, শ্রীতিনকড়ি বসু, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

ছাপাখানা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামশঙ্কর দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এবং শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

পুস্তকালয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীশান্তি পাল, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা (আহ্বানকারী)।

চিত্রশালা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীপুরীদাস ঘোষ, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস (আহ্বানকারী)।

(খ) বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত গ্রন্থাবলী

অনাদিমঙ্গল	৪৫	কবি হেমচন্দ্র	১৫১
আলালের ঘরের দুলাল	২৩৮	কালিকামঙ্গল	৯১
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	৫৫	কৌলমার্গ রহস্য	১১১
উদ্ভিজ্জ্ঞান, ১ম	৫১	গঙ্গামঙ্গল	৩৮
ঐ ২য়	৫১	গোরক্ষবিজয়	৪৩

গৌরপদতরঙ্গিণী	২২৬
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	৭৭
গ্রহগণিত	৪৭
চণ্ডীদাস পদাবলী	৭০
জ্ঞানসাগর	৩৬
তীর্থমঙ্গল	৯০
ধর্ম্মপুরাণ	৯৭
ধর্ম্মপূজাবিধান	১০০
নব্যরসায়নী বিদ্যা	২৫
নেপালে বাংলা নাটক	২৬
ন্যায়দর্শন, ১ম ভাগ	১৫৯
ঐ ২য় "	৬৯
ঐ ৩য় "	৭৭
ন্যায়দর্শন, ৪র্থ ভাগ	৭০
ঐ ৫ম "	৭৩
পদকল্পতরু, ২য়	১৭৮
ঐ ৩য়	১৮৭
ঐ ৪র্থ	১৬৬
ঐ ৫ম	২০৯
পরিষৎ-পরিচয়	১৯৪
প্যারীচাঁদ মিত্র	৫৩
পুস্তক-তালিকা (পরিষদ্ গ্রন্থাগারের)	৬২
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	৭১
বাঙ্গালা ভাষা, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড	৮
ঐ , ২য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড	৮৫
বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়	৫৮
বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, ৩য় খণ্ড	৪৯
ঐ , ৪র্থ খণ্ড	৫০
মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা	৫০
মনোবিজ্ঞান	৫৯
মহাভারত (আদি)	৬৭
মাথুর কথা	১৬০
মৃগলুব্ধ	২৯
মৃগলুব্ধ-সংবাদ	২৭
রসকদম্ব	৪৭
লেখমালানুক্রমণী	৯৯
শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৬৭
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	৪৬
শ্রীভাষ্য, ৩য় খণ্ড	২০
ঐ ৪র্থ "	২০
ঐ ৫ম "	৩০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম	২৮১
ঐ ২য়	২৭৪
সংকীর্ত্তনামৃত	৪৫
সর্ব্বসম্বাদিনী	৪৫
সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম, ১ম	১১
ঐ ২য়	১১
ঐ ৩য়	১১
সারদামঙ্গল	৪৭
হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ১ম (কাপড়)	২২
ঐ ১ম (কাগজ)	৮৪
ঐ ২য় "	৬৭
Catalogue of Sanskrit Mss.	১১৭
" Museum	৪৭
Des. List of Coins & Sculptures	৫৫

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের অন্তর্গত—

ইতিকথা	৫০
ঋতুসংহারম্	১০
কণারকের বিবরণ	৩৯
নবীন ও প্রাচীন	১০০
পুষ্পবাণবিলাসম্	৮০
বৃন্দাবন কথা	১৫
ভারত ললনা	৪১
সৌন্দর্য্যতত্ত্ব	৪০
Rabindranath	৪১
মন্দিরা	৫০

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৩৭
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	১৪১
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	৯০
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৭
রামনারায়ণ তর্করত্ন	৯২
রামরাম বসু	১২১

[illegible]	১৪৯
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	১১৮
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী	১৬৩
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৪
তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	২১১
অক্ষয়কুমার দত্ত	২১৬
মদনগোপাল তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার	২৪২

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

সাধারণ সংস্করণ

কপালকুণ্ডলা	৬৫৫
সাম্য	৭৪৬
বিজ্ঞান-রহস্য	৭৫৫
আনন্দমঠ	৭১২
কমলাকান্ত	৬৯৭
দুর্গেশনন্দিনী	৭১৪
মৃণালিনী	৭৭০
দেবী চৌধুরাণী	১৬০
বিবিধ প্রবন্ধ (১।২ ভাগ)	৭৭৪
লোকরহস্য	২৫৯
গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক	২৯৯
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	২৫৫
সীতারাম	৬২
কৃষ্ণকান্তের উইল	৯১
রাজসিংহ	১০৬
রজনী	১০৫
রাধারাণী	৭৫
Essays and Letters	১৪০
Rajmohan's Wife	১৩০
Letters on Hinduism	১২৯
বিষবৃক্ষ	১২১
যুগলাঙ্গুরীয়	১৩২
ইন্দিরা	১২৭
চন্দ্রশেখর	১৩৩
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৬৬
ধর্ম্মতত্ত্ব	১৬২
কৃষ্ণচরিত্র	১৬২
বিবিধ	১৬৩

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

রাজ-সংস্করণ

১ম খণ্ড	৪
২য় "	৪
৩য় "	৪
৪র্থ "	৪
৫ম "	৪
৬ষ্ঠ "	৪
৭ম "	৪
৮ম "	৪
৯ম "	৮

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

বিশিষ্ট সংস্করণ

১ম খণ্ড	৪১
২য় "	৭১
৩য় "	৭৪
৪র্থ "	১৪
৫ম "	১২
৬ষ্ঠ "	১১
৭ম "	১৪
৮ম "	১৪
৯ম "	১৫

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১১১
মেঘনাদবধ কাব্য	১৪৬
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	৯৬
বীরাঙ্গনা কাব্য	১৫৬
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী	৭৯
বিবিধ—কাব্য	১১৪
শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১১২
একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ	১১০
পদ্মাবতী নাটক	১১১
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১০৮

মায়াকানন	১১১	মধুসূদন গ্রন্থাবলী, কাব্যখণ্ড (বাঁধাই)	২২
হেক্টর বধ	১০৯	ঐ বিবিধ „	২৫

(গ) বর্ষশেষে উদ্‌বৃত্ত ফর্ম্মার হিসাব

গ্রন্থের নাম	রাজ-সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ-সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
কপালকুণ্ডলা	১৪০	৭৫৫	গদ্যপদ্য	৪১	২৭৫
সাম্য	১৪১	৭৭৫	মুচিরাম গুড়	৪১	২৭৫
বিজ্ঞান-রহস্য	১৪১	৭৫৫	দেবী চৌধুরাণী	৪৩	১০০
আনন্দমঠ	১৪৩	৮৩৬	সীতারাম	৪৩	৫৮৫
দুর্গেশনন্দিনী	১৩৫	৭৭০	কৃষ্ণকান্তের উইল	৪০	৪৯৫
কমলাকান্ত	১৪১	৭৭৫	Essays and Letters	৪২	৫৪২
মৃণালিনী	১৩৫	৭৮৫	Rajmohan's Wife	১২৮	৫৩৬
বিবিধ প্রবন্ধ	১৪১	৭৭৫	Letters on Hinduism	৪২	৫৪২
লোকরহস্য	৪১	২৭৫	রজনী	৪২	৫৪৫
রাধারাণী	৪২	৫৪৫	ধর্ম্মতত্ত্ব	৪৩	৫৪৫
রাজসিংহ	৪৩	৫৪৩	শ্রীকৃষ্ণচরিত্র	৪৩	৫৪৫
ইন্দিরা	৪৩	৫৪২	বিবিধ	৪০	৫৫০
যুগলাঙ্গুরীয়	৪৩	৫৪৪	বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস		২৭৫
বিষবৃক্ষ	৪১	৫৪৫	পুস্তক-তালিকা (পরিষদ্ গ্রন্থাগারের)		২১৩
চন্দ্রশেখর	৪৩	৫৪৫			
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৪৩	৫৪৫			

(ঘ) বর্ষশেষে আসবাব-পত্রাদির হিসাব

টেবিল	২৬	নোটিস বোর্ড	১
চেয়ার	৩৮	কাউণ্টার	২
বেঞ্চ	৪৬	ক্যাম্প চেয়ার	১
আলমারি—গ্লাসকেস	১০৪	বাক্স	১৬
কাঠের আলমারী	৯	মুদ্রাধার	২
সিলিং আলমারী	১	ইজেল	২
শো-কেস	৭	বক্তৃতা-মঞ্চ	১
র‍্যাক	৩৬	মূর্ত্তির পাদপীঠ	২৬
হোয়াটনট	১	প্রেসিং মেশিন	১
ষ্ট্যাণ্ড	৬	ফায়ার কিং	০
টুল	১০	ঘড়ি	২
সিঁড়ি	১০	সিলিং ফ্যান	১৬
লোহার সিন্দুক	২	টেবিল ফ্যান	৩
ব্ল্যাক-বোর্ড	২		

(ঙ) বিশেষ দান

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)— ১২০০৲

২। ঐ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মূল্য বাবদ) ২৩৬৷৹

৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান ৬৫০৲

৪। আজীবন-সদস্যের চাঁদা ৩৫০৲

ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা ২৫০৲, শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় ১০০৲

৫। সাধারণ তহবিলে দান ৩১৩৲

জনৈক বন্ধু	১১১৲	শ্রীইদ্রিস্ আলী	২৲
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৫০৲	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০৲

৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান। (১৩৪৮৷১ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত)

৭। রবীন্দ্র স্মৃতি-সভার জন্য দান ১৯৲

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার	৫৲	শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	৫৲	শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	২৲	শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীসজনীকান্ত দাস	২৲	শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত	১৲		

৮। বিজ্ঞান-শাখার প্রীতি-সম্মিলনের জন্য দান ৩৭৲

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	১০৲	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	১৲
কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	৫৲	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী	১৲
শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ	৫৲	শ্রীঅমল হোম	১৲
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲	শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী	১৲
শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	১৲
শ্রীরাজশেখর বসু	১৲	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১৲
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত	১৲	শ্রীপুলিনবিহারী সেন	১৲
শ্রীঈশানচন্দ্র রায়	১৲	শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু	১৲
মেজাঃ এ. দৌতেন	১৲	শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু	১৲
শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার	১৲		

৯। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান ১২৭৷৹

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু	১০০৲	শ্রীযামিনীকান্ত সোম	২৲
রাজা শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া	২৫৲	জনৈক বন্ধু	।৹

১০। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য দান ১১৯৵৹

রায় শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরী	৫৲	মহারাজ শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী	১০০৲
সুবর্ণ বণিক সমাজ	১০৲	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩৲	জনৈক বন্ধু	৸৹

অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৯ই শ্রাবণ ১৩৪৯, ২৫এ জুলাই ১৯৪২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা

শ্রীমন্মথমোহন বসু—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। সভাপতির বক্তব্য, ২। (ক) অধ্যাপক-সদস্য, (খ) সাধারণ-সদস্য এবং (গ) সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৪। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়বিবরণ, ৫। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ও ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার কলিকাতার বাহিরে দেরাদুনে অবস্থান করায় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের ক্রমোন্নতির বিষয় বিবৃত করিয়া, পরিষদের শুভানুধ্যায়ী সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকগণকে এই দুঃসময়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দান করিয়া এই বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নতির পথে অগ্রগামী রাখিতে আবেদন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলিলেন, প্রথম হইতে গবর্মেণ্টের বিনা সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা পরিষদের খ্যাতি দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সংরক্ষণ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে কত দূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রচুর অর্থসাহায্য পাইলে পরিষদের সংকল্পিত ও আরব্ধ অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি সম্পাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

(মূল সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার যে অভিভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই পাওয়া গিয়াছে; এই কার্য্যবিবরণের শেষে তাহা মুদ্রিত হইল।)

২। (ক) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(খ) যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর ২১ জন সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(গ) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—১। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সেন,

২। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ৩। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ৪। শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ও ৬। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ। শেষোক্ত চারি জন পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। সম্পাদকের পক্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার উপসংহার অংশ পাঠ করিলেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নৈহাটীর কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম-ভবন পরিষদের অন্যতম সম্পত্তি; ব্যালান্স-শীটে উহার মূল্য নির্দ্ধারণ হয় নাই। আগামী বর্ষের ব্যালান্স-শীটে উহার উল্লেখ করা হইবে—এই বিষয় উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণে লিপিবদ্ধ করা হইবে। গত বর্ষের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়-বিবরণ (যাহা ইতঃপূর্ব্বেই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে) গৃহীত হইল।

৪। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ গৃহীত হইল।

৫। অন্যতম ভোট-পরীক্ষক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপিত করিয়া জানাইলেন, নিম্নলিখিত ২০ জন সদস্য-পরিষদের উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

(ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৩। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৪। রেভারেণ্ড ফাদার এ. দোঁতেন, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৬। শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। শ্রীদুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী, ৮। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৬। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৭। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ১৮। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৯। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ২০। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ হইতে নির্ব্বাচিত—১। শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী (ভাগলপুর-শাখা), ২। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া-শাখা), ৩। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য (শিলং-শাখা), ৪। রায় শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর (ত্রিপুরা-শাখা), ৫। শ্রীললিত-মোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া-শাখা) এবং ৬। শ্রীসত্যভূষণ সেন (গৌহাটী-শাখা)।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—১। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং ২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

সভাপতি মহাশয় এই সকল নির্ব্বাচন গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবানুসারে নিম্নোক্ত সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার।

সহকারী সভাপতিগণ—১। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। শ্রীমন্মথমোহন বসু, ৩। শ্রীমৃণাল-কান্তি ঘোষ, ৪। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৫। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, ৬। শ্রীহরিহর শেঠ, ৭। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় এবং ৮। রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদকগণ—১। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, এবং ৪। শ্রীতিনকড়ি বসু।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা।

কোষাধ্যক্ষ—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

সভাপতি মহাশয় এই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষকে যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

নিম্নলিখিত সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—১। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, এবং ২। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

সভার কার্য্যশেষের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়, যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আগামী কল্যকার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সকলকে যোগদানের জন্য আহ্বান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

সভাপতির অভিভাষণ

অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের বক্তব্য

সদস্য মহোদয়গণ ও ভদ্রমণ্ডলী, এবার বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে না পারায়, আমি যে কর্ত্তব্যবিচ্যুত হইয়াছি, তজ্জন্য আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। পারিবারিক কারণে এক অভাবনীয় বিপদ্ আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার আঘাত সহ্য করিবার জন্য এই দূরদেশে, দেরাদূন শহরে, আমি চারি মাস হইল, থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার প্রবাসকাল ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং পরিষদের সেবা আমার দ্বারা সশরীরে কয়েক মাস হইল হয় নাই, এবং আরও কিছু কাল হইতে পারিবে না। সভাপতির পক্ষে এটি বিষম ত্রুটি। কিন্তু নিয়মের প্যাঁচে এখন আমি এই কার্য্যভার হইতে অব্যাহতি ভিক্ষা করিতেও পারিতেছি না। বঙ্গদেশে সকলেই অল্পবিস্তর বিপদে, দুশ্চিন্তায় অথবা কষ্টে আছেন, সুতরাং আমি আপনাদের সকলেরই সহানুভূতি পাইব বলিয়া আশা পোষণ করি।

এই যে দুর্ব্বৎসর ১৩৪৮ সাল শেষ হইল এবং তাহার পর আরও তিন মাস অতীত হইয়াছে, তাহাতে পরিষৎ যে কত দুঃখকষ্ট, দুর্ভাবনা ও বিপদ্‌সম্ভাবনার ভিতর দিয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কারণ, আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত জীবনে ইহার অনুভূতি হইয়াছে ও হইতেছে। এই দুঃসময়ে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম সহ ও নানাবিধ পন্থা উদ্ভাবন করিয়া পরিষদের নিয়মিত কাজ চালাইয়াছেন—আমাদের সম্পাদক ব্রজেন্দ্রবাবু, তাঁহার সহকর্ম্মী কার্য্যাধ্যক্ষগণ এবং স্থানীয় সহকারী সভাপতি ও অন্যান্য বন্ধুগণ। তাঁহাদের সেবার ফলে এই দুর্ব্বৎসরেও পরিষৎ ঋণগ্রস্ত হয় নাই এবং সমস্ত কর্ম্মচারীদের বেতন সময়মত দেওয়া হইতেছে। এই অভাবনীয় সফলতার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত পরিষদের সেবকদের কি বলিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহা ভাবিয়া পাই না। তবে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, সমস্ত ঘটনা জানিয়া দেশবাসীরাও আমার মতই এই সব পরিষৎ-সেবকদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

কালের করাল প্রকোপে গত বর্ষে বঙ্গদেশ সাহিত্যসূর্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হারাইয়াছে, ইনি আমাদের সহিত বিশিষ্ট-সদস্য ও ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতিরূপে সম্বন্ধ ছিলেন। আর

বর্দ্ধমানাধিপ স্তর বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর আমাদের বান্ধব-সদস্য এবং মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ অধ্যাপক-সদস্য, এবং উভয়েই পূর্ব্বতন সহকারী সভাপতি—অকালে মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের তিন জনের তিরোধানে বঙ্গের—বিশেষতঃ এই পরিষদের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। আমরা নানা সভায় সম্মিলিত হইয়া ইঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়াছি।

সাধারণ-সদস্যদের শ্রেণীতে অনেক নূতন ভদ্রলোক যোগদান করায় গত বৎসরে সদস্য-সংখ্যায় নীট ২০ জন বেশী হইয়াছে।

এই সংশ্রবে কৃতী শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু তাঁহার অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের অতি মূল্যবান্ তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিয়া পরিষদ্ মন্দিরের গৌরব এবং পরিষদের কৃতজ্ঞতার ঋণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাঁহারা এই চিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারাই প্রতিকৃতিকারের নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

আমাদের গত বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার আট খণ্ড, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ) ও চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ৩য় সংস্করণ বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ আদরণীয় বস্তু। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে "রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার" স্বর্ণপদক দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক বদান্যতাবশে ঐ পদকের মূল্য পরিষদ্‌কে দান করিয়াছেন। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ৺অধর মুখোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডার হইতে "তন্ত্র ও বাংলা" বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমাদের পুস্তকালয়ের অমূল্য ভাণ্ডারের বৃহৎ পুস্তকতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। যে শত শত বিদ্যার্থী এই পরিষদ্‌পাঠাগারে গবেষণা অথবা চিত্তবিনোদের জন্য প্রত্যহ সমবেত হইয়া জ্ঞানচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকতালিকা হইতে বিশেষ সুবিধা ও সময় সংক্ষেপ হইবে। মফস্বলের সদস্যগণও এই তালিকা পাইয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগার হইতে সম্পূর্ণ উপকার লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

ঝাড়গ্রামের বদান্য কুমার নরসিংহ মল্লদেবের প্রদত্ত তহবিল হইতে বঙ্কিম ও মাইকেল-গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের ফলে প্রায় ছয় হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। বঙ্গদেশ এই পরিষদের শ্রমফল গ্রহণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই তহবিলের অর্থে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। যুদ্ধভীতিতে আমাদের পরিষদের অতীব দুষ্প্রাপ্য পুথি ও পুস্তকগুলি মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের অনুগ্রহে কাসিমবাজার রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুগ্রহ তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের নিকট পাইতে থাকিয়া এই পরিষদের কর্ম্মিগণ উৎসাহান্বিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

গত বৎসর আমাদের দুটি শাখা স্থাপন হইয়াছে,—একটি রাঁচী হিনুতে, অপরটি হাওড়া শিবপুরে।

আজ, এই পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারিরূপে আমি আমাদের সমস্ত বান্ধব, সদস্য ও

দাতাদের চরণে আমাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি, এবং প্রার্থনা করিতেছি, যেন বর্ষে বর্ষে বাঙ্গালীর এই নিজস্ব জাতীয় পরিষৎ তাঁহাদের অনুগ্রহ, সদুপদেশ ও সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত না হয়, এবং আমাদের সাহিত্যসেবকগণ, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিবৃন্দ যেন সেই অনুগ্রহের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ভগবানের কৃপায় পূর্ব্বাকাশের বজ্রনাদী ঘন মেঘ কিছু দিন পরে উড়িয়া যাইবে, বঙ্গে আবার শান্তির সূর্য্য দেখা দিবে এবং সাহিত্য ও কলা-কুসুম আবার বিকশিত হইয়া জাতীয় দেহে নব জীবনরস ঢালিয়া দিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ঊনপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। গত ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৫	...	৪
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৭	...	১৭
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৫	...	১২
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮৩১	...	৯৩১
(চ)	সহায়ক-সদস্য	২০	...	৭
		৮৭৮		৯১১

(ক) আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য-নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৪ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৩। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং ৪। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) **আজীবন-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে কেহ আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে আজীবন-সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা,

৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, এবং ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

(গ) **অধ্যাপক-সদস্য**—নূতন নিয়মানুসারে অধ্যাপক-সদস্যের স্থিতিকাল দুই বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে চারি জন পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ৮ জন নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে।

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৩। শ্রীঅমূল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, ৪। শ্রীঅবনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, ৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, ৭। শ্রীরাধাচরণ ব্যাকরণকাব্যস্মৃতিতীর্থ, ৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ, ৯। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ, ১০। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ১১। শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এবং ১২। শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

(ঘ) **মৌলভী-সদস্য**—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) **সাধারণ-সদস্য**—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮৩১ ছিল। বর্ষমধ্যে ১০ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ৮৪ জন পদত্যাগ করায় তাঁহাদের নাম সদস্য-তালিকা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৬ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৩ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে ২ জন সহায়ক-সদস্য এই শ্রেণীর সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯৩১ হইয়াছে।

(চ) **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষারম্ভে ২০ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত এবং ৪ জন পুরাতন সদস্য পুনর্নির্ব্বাচিত হন। পুনর্নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে ২ জন সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন নিয়ম অনুসারে ১৭ জন সদস্যের স্থিতিকাল ২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের নাম বাদ গিয়াছে। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ৭ ছিল।

পরলোকগত সদস্যগণ

বিশিষ্ট-সদস্য—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সাধারণ সদস্য—১। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ, ৩। গণেশচন্দ্র শীল, ৪। রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র মিত্র, ৫। তারকনাথ রায়, ৬। পুলিনবিহারী দাস, ৭। ভূতনাথ দে, ৮। স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, ৯। বাসন্তীচরণ সিংহ এম-এ, বি-এল, ১০। সুপ্রকাশ ঘোষ, এবং ১১। সুরেন্দ্রনাথ রায় এম-এ।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে পরিষদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার সহিত পরিষদের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মের সূচনা হইতে ইহার দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের সহিত হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচর প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌রূপে পরিণত হয়। তদবধি হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনান্তকাল (১৩৪৯।৩০ ভাদ্র) পর্য্যন্ত পরিষদের সহিত নানা বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতে সদস্য ছিলেন এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি ১৩৩১।৩৭।৪৪।৪৫।৪৬—এই পাঁচ বৎসর সভাপতি, ১৩২৯;৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৮।৩৯।৪১।৪৭।৪৮।৪৯—এই ১২ বৎসর সহকারী সভাপতি, ১৩০৪।০৫ বঙ্গাব্দে সম্পাদক এবং ১৩০৬—১০ ও ১৩১৪—২২ এই চৌদ্দ বৎসর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদি ও ১৩১০ বঙ্গাব্দে উহার উত্তর কাণ্ড সম্পাদন করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থ পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করেন। পরিষদের অধিবেশনে তিনি বহু প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধের কয়েকটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১১শ অধিবেশনে (ঢাকায়) এবং ২০শ অধিবেশনে (চন্দননগরে) মূল সভাপতি এবং বর্দ্ধমানে ৮ম অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রমেশ-ভবনের ন্যাস-রক্ষক ছিলেন। এই দুর্দ্দিনে হীরেন্দ্রনাথের ন্যায় আজন্ম-সুহৃৎকে হারাইয়া পরিষৎ অপরিসীম ক্ষতি বোধ করিতেছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

১। লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২। চারুচন্দ্র মিত্র, ৩। ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। স্যর নীলরতন সরকার, ৫। হরদয়াল নাগ, ৬। যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ৭। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ৮। বিজয়-চন্দ্র মজুমদার, ৯। ডক্টর হীরালাল হালদার।

ইহাদের মধ্যে আলিপুর কোর্টের উকীল চারুচন্দ্র মিত্র সহকারী সম্পাদক এবং যতীন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ এবং অধিবেশনে বক্তৃতাদি করিয়া-ছিলেন। হরদয়াল নাগ ব্যতীত ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন ও (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন।—৯ই শ্রাবণ। এই অধিবেশনে অধ্যাপক,

সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ এবং উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং আয়ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১৩৪৯।২২এ আশ্বিন প্রথম, ২৩এ অগ্রহায়ণ দ্বিতীয়, ২৫এ পৌষ তৃতীয়, ২৫এ মাঘ চতুর্থ, ২৩এ ফাল্গুন পঞ্চম, ২৪এ চৈত্র ষষ্ঠ, ১৩৫০।২৪এ বৈশাখ সপ্তম, ৮ই আষাঢ় অষ্টম, এবং ২৮এ শ্রাবণ নবম মাসিক অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য (সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন, প্রবন্ধাদি পাঠ ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ) ব্যতীত ৩য় অধিবেশনে পরিষদ্-মন্দির ও রমেশ-ভবনের ন্যাস-রক্ষক নির্ব্বাচন, ৫ম অধিবেশনে নিয়মাবলী সংশোধন এবং পরলোকগত সদস্য জে. সি. ব্যানার্জির চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত সপ্তম মাসিক অধিবেশনে লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিক স্মৃতি-সভা ও তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবম মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিপূজা হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। ১৪ই কার্ত্তিক রবীন্দ্রনাথের, ২। ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের, ৩। বর্ত্তমান বর্ষের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর, এবং ৪। ১৪ই আষাঢ় মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়।

(ঘ) শোক-সভা—১৫ই কার্ত্তিক। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই দিন পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়।

(ঙ) বিশেষ অধিবেশন—১। বর্ত্তমান বর্ষের ২রা জ্যৈষ্ঠের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনে পরিষদের নামের বানানে যে বৈষম্য ছিল, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত হয়, এবং ২। ২৩এ আষাঢ়ের বিশেষ অধিবেশনে উক্ত ২রা জ্যৈষ্ঠের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা—২৮এ কার্ত্তিক বিশেষ অধিবেশনে ডাক্তার এন. এন. দাস 'ব্যাক্‌টেরিয়া ও ভাইরাস' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন।

সংবর্দ্ধনা

(ক) বর্ত্তমান বর্ষের ২রা জ্যৈষ্ঠ ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের বালীগঞ্জস্থ ভবনে পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ সংবর্দ্ধনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে এক মানপত্র (চন্দনকাষ্ঠের পেটিকা সমেত) দেওয়া হয়।

পঞ্চাশত্তম এবং একপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব

(ক) আলোচ্য বর্ষের ১০ই শ্রাবণ পরিষদের পঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে পরিষদের হিতৈষিগণ বহু গ্রন্থ, প্রাচীন পুথি, নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন মুদ্রা, সাঁওতালগণের ব্যবহৃত দ্রব্য দান করেন।

(খ) বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই শ্রাবণ পরিষদের একপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব হয়। এই উপলক্ষেও প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুথি, পুস্তকাদি পরিষদের হিতৈষিগণ উপহার দেন। শ্রীরণেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার স্বর্গগত কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গমহিলাদের মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চ্চায় উৎসাহদানার্থ 'লীলাদেবী স্মৃতিভাণ্ডার' স্থাপনের জন্য যে ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন, তাহা বিজ্ঞাপিত হয়। তিনি ঐ সঙ্গে ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য লীলা দেবীর রচিত যে পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা হয়। এই দুইটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিষদের যে সকল সহৃদয় ও হিতৈষী বন্ধু বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং অর্থ সাহায্য করিয়া এই উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই উৎসবে পরিষদের প্রথম বৎসরের সভ্য ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। যে সকল শিল্পী আবৃত্তি, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের দ্বারা সমাগত সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার; **সহকারী সভাপতি**—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন (পরলোকগমনের পর) শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত; শ্রীতিনকড়ি বসু (পদত্যাগ করায়) শ্রীমনাথনাথ ঘোষ, এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা; **কোষাধ্যক্ষ**—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর; **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের দৈনন্দিন অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের মাসিক বেতনের উপর কিছু কিছু ভাতা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছিল,—(ক) গত পূজার সময় সমস্ত কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের

অর্দ্ধ মাসের বেতন বোনাস্, (খ) ত্রিশ টাকা বা তন্নিম্ন বেতনভোগীদিগকে প্রতি মাসে ৪।৫৲ হিসাবে ভাতা এবং (গ) এই শেষোক্ত শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের প্রত্যেককে পূজার সময় একখানি করিয়া ধুতি দেওয়া হয়। সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের জন্যও বজেটে কর্ম্মচারীদের ভাতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৩। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৪। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোতেন, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। শ্রীদুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী, ৮। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৬। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৭। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ১৮। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৯। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ২০। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২১। শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, ২৪। রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায়, ২৫। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৬। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৭। শ্রীসুধীরকুমার রায় চৌধুরী, এবং ২৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হয়—

১। পাঠ্য পুস্তকে চল্‌তি ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে বেঙ্গল টেক্স্‌ট বুক কমিটির প্রস্তাবের উত্তরে জানান হয় যে, পরিষদের মতে পাঠ্য পুস্তকে চল্‌তি ভাষা প্রচলন কর্ত্তব্য নহে।

২। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতিতে রায় বাহাদুর শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (গ) জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক-প্রদান-সমিতিতে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এবং (ঘ) সরোজিনী বসু পদক-প্রদান-সমিতিতে শ্রীঈশানচন্দ্র রায় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৫। বর্ত্তমান সাময়িক অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিয়া আদেশ লইবার অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যালয়ের সকল প্রকার কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার ভার সম্পাদকের উপর অর্পিত হইয়াছে।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয়-সমিতি,

৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-স্মৃতিসভা ও রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিসভা-আহ্বান-সমিতি, ১০। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংবর্দ্ধনা-সমিতি, ১১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি, ১২। প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়—১
  „ শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়—২

প্রাচীন মূর্ত্তি—শ্রীমতী বেলাবাসিনী গুহ—২টি

সাঁওতালদিগের ব্যবহৃত কতকগুলি দ্রব্য এবং তন্মধ্যে একটি লিপিযুক্ত লাঠি—ডকটর শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

প্রাচীন নক্‌শাযুক্ত ইষ্টক—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন চন্দননগরের কতকগুলি ঐতিহাসিক স্থানের ফোটো—শ্রীহরিহর শেঠ

কবি নবীনচন্দ্র সেন-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থের হস্তলিপি—(ক) কুরুক্ষেত্র, (খ) রৈবতক, (গ) খৃষ্ট, (ঘ) আমার জীবন (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম), (ঙ) অমৃতাভ, (চ) ভানুমতী, (ছ) প্রভাস, (জ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং (ঝ) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। এইগুলি কবিবরের পৌত্রী শ্রীযুক্তা কবিতারাণী দাশগুপ্তা, শ্রীযুক্তা বীণারাণী সেনগুপ্তা এবং শ্রীযুক্তা অমৃতারাণী দেবী মহাশয়ার প্রদত্ত এবং রায় বাহাদুর শ্রীসরলকুমার বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থার জন্য চিত্রশালার দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষেও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালায় মোট ৪৬ খানি পুথি সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উপহার-স্বরূপে প্রাপ্ত পুথি ৩৪ খানি এবং পূর্ব্বসঞ্চিত পত্ররাশির মধ্য হইতে বাছিয়া উদ্ধার করা হয় ১২ খানি। মোট ৪৬ খানি পুথির মধ্যে সংস্কৃত পুথি ৪২ খানি এবং বাঙ্গালা পুথি ৪ খানি। যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি পুথি উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত (২৭ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (৪ খানি), শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল (২ খানি), শ্রীদেবেশচন্দ্র ভৌমিক (১ খানি)। বর্ষশেষে সর্ব্বরকম পুথির

সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—বাঙ্গালা ৩২৪১, সংস্কৃত ২৩৬৭, তিব্বতী ২৪৪, ফার্সী ১৩, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ২; মোট ৫৮৭৪।

কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্তের প্রদত্ত পুথির মধ্যে চক্রদত্ত গ্রন্থের 'রত্নপ্রভা' নামে একখানি প্রাচীন টীকা পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি খণ্ডিত হইলেও বিশেষ মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত পুথি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান বর্ষে সংগৃহীত পুথির মধ্যে মনোহর কবির 'গোপালচরিত', টুণ্টুকনাথের 'রসেন্দ্রচিন্তামণি' ও শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের কৃত মহাভারত—আদি পর্ব্বের বাংলা অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ব-সংগৃহীত পুথির মধ্যে রূপগোস্বামীর 'স্মরণমঙ্গলৈকাদশ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বিষয় (১১১৬) ডক্টর শ্রীসুশীল-কুমার দে তাঁহার *Vaisnava Faith and Movement* গ্রন্থে (পৃ. ৫১৪-৫) মুদ্রিত করিয়াছেন এবং শিবরাম ঘোষের কালিকামঙ্গলের বিস্তৃত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার আলোচ্য বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ' নামক প্রবন্ধে পুথিশালাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। *Indian Historical Quarterly* পত্রিকায় (১৯৩৫-৭) এ সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়-প্রমুখ অনেক সদস্য পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া অনেক পুথি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এইরূপ পর্য্যালোচিত পুথির সংখ্যা—৫১। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে একখানি পুথি ধার লইয়াছিলেন।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের ২০০০ পুস্তকের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকাও প্রস্তুত হইতেছে। অর্থাভাবে সেগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে না।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে স্বর্গীয় জে. সি. ব্যানার্জির পত্নী শ্রীযুক্তা সরসীবালা দেবীর ২৮২ খানি ও ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর ১২৬ খানি পুস্তক দান ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা: শ্রীপুলিনবিহারী সেন—(১) রবীন্দ্রনাথ-লিখিত রামমোহন রায়, ১ম সং। (২) শ্রীকনক সরকার—(ক) নিশাকুসুম ১২৮৪, (খ) কবিতাকুসুম-মালা, ১ম ভাগ ১২৯০, (গ) দোললীলা, ১৮৭৮, (ঘ) গোপালতাপনী ১২৮০, (ঙ) শিবকুল তত্ত্ব ১২৮৪। শ্রীবিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ—(ক) নীতিগর্ভ প্রভৃতি প্রসঙ্গ, ১২৭৩, (খ) রাসরসামৃত, ২য় সং ১২৬১, (গ) প্রবোধকুমার নাটিকা, ১৮৭৩, (ঘ) ঈশপের নীতিসার, ১৮৭০, (ঙ) মনোরঞ্জন ইতিহাস, ১৮৫৪, (চ) জীবরহস্য, ২য় ভাগ, ১৮৬১, (ছ) চতো বিনোদ, ১২৬৩, (জ) গোপালকামিনী, ১৮৫৩, (ঝ) সত্য চন্দ্রোদয়, ১৯১১ সংবৎ। শ্রীদীনেশচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য :—Hoogbly College Register 1836—1936 ; শ্রীক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায়—(ক) নব্যভারত, ১২৯৩, (খ) ঐ ১২৯৪ ; (গ) বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ—আশ্বিন ; (ঘ) প্রচার, ৩য় বর্ষ, ১২৯৩-৯৪ ; (ঙ) কৃষিতত্ত্ব, ১২৯০ ; (চ) আলোচনা, ১ম বর্ষ ; (ছ) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, ২য় সং, ১৯১১ সংবৎ।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য—

১। Reis and Rayyat, 1882, 1898 ; ২। Account of the Writings, Religions and Manners of the Hindoos, in 4 vols. (W. Ward) 1811 ; ৩। বৃত্রসংহার ১।২ খণ্ড, ৩য় সং, ১৮৯১ ; ৪। Index to the Press Lists of the Department of Records. 1748-1800 ; ৫। Babar (Lane-Poole) ; ৬। দত্তকমীমাংসা (ভরতচন্দ্র শিরোমণি) ; ৭। দত্তকচন্দ্রিকা (ভরতচন্দ্র শিরোমণি) ১৮৫৭ ; ৮। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৮৩০ ; ৯। Bengal Celebrities, vols. I and II ; ১০। David Hare (Pearychand Mittra) 1877 ; ১১। History of the Bengali Literature in the 19th Century (S. K. De) ; ১২। বিবিধতত্ত্ব (রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়) ; ১৩। ফলিত জ্যোতিষ ১ম-১০ সংখ্যা, (রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়)।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তকাদি উপহার পাওয়া গিয়াছে—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Imperial Library, ৭। Government Printing, Bengal, ৮। Curator, Dacca Museum, ৯। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১০। Government Museum, Madras, ১১। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩। বিশ্বভারতী, ১৪। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৫। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৬। ম্যানেজার—দীপালী গ্রন্থমালা, ১৭। Government of India, ১৮। Keeper of the Records of the Govt. of India.

কলিকাতা কর্পোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ দান করিয়াছেন। পুস্তকালয়-সমিতির নির্দ্দেশমত পুস্তকাদি খরিদ করা হইয়াছিল।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় নিম্নোক্ত-সংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, ১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, ২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, এবং ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের

সৌজন্যে পরিষদের স্বর্ণকুমারী-স্মৃতি-তহবিলের উদ্বৃত্ত সুদের টাকায় 'স্বর্ণকুমারী দেবী' মুদ্রণের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে। অত্যল্প কালের মধ্যে এই চরিতমালার গ্রন্থগুলির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষমধ্যে ১ম সংখ্যা হইতে ২৩শ সংখ্যক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

এই চরিতমালার 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস উভয়ের রচিত, 'রাধাকান্ত দেব' শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের রচিত এবং অবশিষ্টগুলি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। এই সকল গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য লেখকগণ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় আলোচ্য বর্ষে ভারতচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী টীকা-টিপ্পনী সহ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকগণ এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে এবং ঝাড়-গ্রামরাজের পক্ষে শ্রী বি. আর. সেনের অনুমোদনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় দীনবন্ধু মিত্রের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। বর্ষমধ্যে 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'জামাই বারিক' যন্ত্রস্থ রহিয়াছে। এই গ্রন্থ সম্পাদনে সম্পাদকদ্বয় কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী—আলোচ্য বর্ষে ১। দেবী চৌধুরাণী ও ২। কৃষ্ণকান্তের উইল নিঃশেষিত হওয়ায় উহাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষের শেষে মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ১২ খানি গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ষমধ্যে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' যন্ত্রস্থ। অবশিষ্টগুলি ক্রমশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়—'সাহিত্য-নিকেতন' হইতে প্রকাশিত ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত রবীন্দ্রনাথের সকল বাঙ্গালা গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য পঞ্জী 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' নামে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপঞ্জীতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। ইহাও নিঃশেষিত হইয়াছে, শীঘ্রই পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—বঙ্গের কয়েক জন শক্তিশালী অথচ অধুনাবিস্মৃত কবির কাব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি 'বাংলার কবি ও কাব্য' নামে এক শ্রেণীর

গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থমালার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ 'সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার' প্রকাশিত হইয়াছে। "সাহিত্য-নিকেতন" হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁহাদের।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, রামেন্দ্রসুন্দর-গ্রন্থাবলী এবং **হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী** প্রকাশের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে হইয়া উঠে নাই। **রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান** গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পরিষদের হস্তগত হয় নাই বলিয়া উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

(ক) বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার উপকরণ হিসাবে ইং ১৮৬৭ হইতে ১৮৯৯ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই তালিকা কলিকাতা গেজেটের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ হইতে সংকলন করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে একজন লেখক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কাজও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। (খ) আগামী বর্ষে পরিষদের সুবর্ণ জুবিলি উপলক্ষে 'পরিষৎ-পরিচয়ে'র এক সংক্ষিপ্ত ও শোভন সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী ও ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিদধিক ৫৮০০৲ পাওয়া গিয়াছিল। বাজার-দেনা মিটাইয়া বর্ষশেষে এই তহবিলে উদ্বৃত্ত আছে কিঞ্চিদধিক ৬৫০০৲।

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান ১২০০৲ পাওয়া গিয়াছে। সুদ ও গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা লালগোলা-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলে কিঞ্চিদধিক ৭৩০৲ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে মূলধন সমেত ১৩৮০০৲ টাকার উপর মজুদ আছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

উনপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ-সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল। এই সকল প্রবন্ধ সাহিত্যাদি শাখার অনুমোদিত। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য পত্রিকার কলেবর খর্ব্ব করিতে হইয়াছে।

প্রাচীন-সাহিত্য—৬, ইতিহাস—৮, ভাষাতত্ত্ব—১, এবং বিবিধ—১।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য যে ৭২খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রাজসরকার

এতাবৎ কাল খরিদ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা সাময়িকভাবে বর্ত্তমান বর্ষ হইতে পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে, এইরূপ আদেশ আসিয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে (ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে) করপোরেশন এই দানের শতকরা ২২৲ কম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। করপোরেশন পরিষদ্-মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম শর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও এক জন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে ও এক জন সাহিত্যিককে এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষে প্রবীণ সাহিত্যিক ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীকে এককালীন সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্তের প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের সুদের টাকায় এই সকল সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীসত্যব্রত রায় তাঁহার স্বর্গগত পিতা ডাক্তার বরদাকান্ত রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই ভাণ্ডারে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে ২৩এ ফাল্গুন তারিখের মাসিক অধিবেশনে পরিষদের প্রচলিত নিয়মাবলীর নিম্নোক্ত ধারাগুলির সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে,—

সংশোধিত নিয়ম-সংখ্যা—৯ম, ১০ (খ), ১১, ১২ (খ), ১৪, ১৬ ও ১৬ (ক), ১৯, ২০,

২৭, ২৭ (ক), ৩৪, ৩৬, ৩৬ (ক), ৩৬ (খ), ৩৮ (ক), ৪২ (ক), ৪২ (গ), ৪২ (ঘ), ৫৩ (খ), ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৯০ এবং ১০১।

পরিবর্জ্জিত নিয়ম-সংখ্যা—১৫ (ক), ২১, ২৪, ৩৮ (ঙ), ৫৮, ৬৩ নিয়মের 'দ্রষ্টব্য' অংশ, ৭৩, ৮৭, ৯৬, ৯৭ এবং ৯৮।

এই সকল সংশোধনাদির ফলে পুরাতন নিয়মাবলীর ক্রমিক সংখ্যার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিষদের সমুদয় নিয়মাবলী উক্তরূপে পরিবর্ত্তনাদির পর যে ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে এবং এই সংশোধিত বাংলা নিয়মাবলী ২ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদ ৩০ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে রেজিষ্ট্রার অব জয়েণ্ট স্টক কোম্পানির আপিসে যথারীতি দাখিল করা হইয়াছে।

মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন ১৮৯৯।১৪ই এপ্রিল রেজিষ্টারী হয় এবং উহার নকল (certified copy) পরিষদের দপ্তর হইতে বিগত বর্ষে লয়েডস ব্যাঙ্কের জিম্মায় রাখা হয়। পরিষদের কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করিবার সময় দিল্লীর পাবলিক ডেট অফিস উক্ত মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের সার্টিফায়েড কপিতে স্থানে স্থানে পরিষদের নামের ইংরেজী বানান-বৈষম্য প্রদর্শন করিয়াই উহা সংশোধনের জন্য লয়েডস্ ব্যাঙ্কের মারফতে এখানে ফেরত দেন। তদনুসারে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ (ইং ১৬ মে ১৯৪৩) তারিখের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের সার্টিফিকেট অব ইন্‌করপোরেশনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া "Bangya" ও "Parishad" স্থলে "Bangiya" ও "Parisad" এই বানান সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত যে মন্তব্য দ্বারা ঐ সকল বৈষম্য সংশোধন করা হয়, তাহার ইংরেজী অনুবাদ গত ৩০ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে রেজিষ্ট্রার অব জয়েণ্ট স্টক কোম্পানিতে দাখিল করা হয়। তথা হইতে উক্ত মন্তব্যের সার্টিফায়েড কপি পরিষদের হস্তগত হইয়াছে এবং তাহা দিল্লীর পাবলিক ডেট আপিসে পাঠাইবার জন্য লয়েডস্ ব্যাঙ্কে পাঠান হইয়াছে।

স্মৃতি-রক্ষা

১। আলোচ্য বর্ষে স্বর্গগত জে. সি. ব্যানার্জির একখানি তৈলচিত্র তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সরসীবালা দেবী দান করিয়াছেন এবং তাহা ~~[illegible]~~ তারিখের মাসিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২৩ পৌষ

২। স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার পুত্রগণ দান করিয়াছেন এবং তাহা বর্ত্তমান বর্ষের ২৪এ বৈশাখ মাসিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন

আলোচ্য বর্ষে কাঁটালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের সংরক্ষণ তহবিলে প্রায় ১৫০৲ দান পাওয়া গিয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ১৬৩৮৶১ উদ্বৃত্ত আছে। নৈহাটীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যালয় বঙ্কিম-ভবনে স্থাপিত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই সকল সর্ত্তে শাখা-পরিষৎকে বঙ্কিম-ভবনে কার্য্যালয় স্থাপন করিতে দেওয়া হইয়াছে—(ক) যত দিন শাখার তত্ত্বাবধানে বঙ্কিম-ভবন থাকিবে, তত দিন নৈহাটী শাখাকে বঙ্কিম-ভবনের মিউনিসিপাল ট্যাক্স ও অন্যান্য সেস্ দিতে হইবে, ও (খ) মূল পরিষদের প্রয়োজন-মত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল পরিষৎকে ভবন প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

পরিষদ্-মন্দির

গত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে জানান হইয়াছে যে, পরিষদ্-মন্দিরের নিম্নতলের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি রাজসরকারের অনুরোধে এ. আর. পি. বিভাগের এক শাখা-কার্য্যালয়রূপে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এ. আর. পি. বিভাগ ঐ ঘরটির ছাদ অতিরিক্ত দৃঢ় করিবার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত কড়ি সংযোজন করিয়াছেন। তাহার ফলে ঐ ঘরের উপরের তলে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় দেওয়াল ও মেঝের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এই বিষয় উক্ত বিভাগকে জ্ঞাপন করায় তাঁহারা উহার সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, ইহা জানাইয়াছেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে ৩০এ ফাল্গুন হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগরে এবং ৮ই আষাঢ় ১৩৫০ তারিখে ২৪-পরগণার নৈহাটীতে নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, শিবপুর, রাঁচী, কাশী ও ভাগলপুর-শাখায়

যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। বর্দ্ধমান শাখা-পরিষৎ নবনির্ম্মিত নিজ-ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং তথায় গৃহপ্রবেশ-উৎসব বিশেষ সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নানা আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল; দাতাগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য), ২। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান, ৩। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান, এবং ৪। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত নিউ দিল্লীর অখিল-ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম সেবা-সঙ্ঘ একখানি ১৮'×১২' মাপের গালিচা দান করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স দান করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল এসোসিয়েশনের পক্ষে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নন্দী এবং বেঙ্গল মিস্লেনী লিঃ পক্ষে শ্রীআদিনাথ ভাদুড়ী দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

পরিষদের ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে চাঁদা, প্রবেশিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার

বর্ত্তমান বর্ষে পরিষৎ তাঁহার গৌরবময় জীবনের পঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করিলেন। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় বৎসর। একটি বৃহত্তর উৎসবকে আশ্রয় করিয়া আমরা এই উপলক্ষে আনন্দ করিব এবং সমগ্র দেশের নিকট পরিষদের গত পঞ্চাশ বৎসরের যাবতীয় কীর্ত্তির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাখিল করিব। তাহারই আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গদেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিষদের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া আছে; সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই পরিষদের সেবা করিয়া পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত ও অস্তিত্ব গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তায় আমরা এই দুর্দ্দিনেও বাঙালী জাতির প্রধান প্রধান সাহিত্যকীর্ত্তিগুলির সুন্দর সটীক সংস্করণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছি। পরিষদের সহৃদয় সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকগণ সাময়িক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও চাঁদা ও অন্যান্য সাহায্য দান করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতেও ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণও সকল অসুবিধার মধ্যে উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত আমার সহযোগিতা করিয়া আমার গুরু কর্ত্তব্যকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে আমরা ভারতচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি এবং দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী প্রকাশের কাজে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছি। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালায় ২৯খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী ও বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাবলী দ্রুত নিঃশেষ হওয়াতে এই বৎসরে এগুলির পুনর্মুদ্রণ হইতেছে। গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা এই বৎসরে আট হাজার টাকার উপর পরিষদের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা গত বৎসরের সংগ্রহ হইতেও অধিক। বর্ষশেষে পরিষদের বাজার-দেনা একেবারেই নাই। অধিকন্তু আমরা আমাদের কর্ম্মচারিগণকে নানা ভাবে ভাতা ও বস্ত্রাদি দিয়া এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতে পারিয়াছি। আরও দুর্দ্দিন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, আমরা তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও আপনাদের সকলের সাহায্য ব্যতিরেকে এই অবস্থায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আজ এই সুযোগে আপনাদের সকলের নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইয়া রাখিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৫০, ২৭এ ভাদ্র

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক